NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বাংলার প্রথম আন্তর্জাতিক কবিকণ্ঠ আজও রোল মডেল!

বিরাট-রোহিতদের জন্য এখন কেউ ক্রিকেট দেখে না: শামি ৮

কলকাতা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৩ মাঘ ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ২৩৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 7.2.2024, Vol.17, Issue No. 236, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

অজিত পাওয়ারের শিবিরই আসল এনসিপি

মুম্বই, ৬ ফেব্রুয়ারি: মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে নয়া মোড়! এনসিপির বিবদমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অজিত পাওয়ার শিবিরকেই আসল ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি বলে ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। দশটির বেশি শুনানির পরে অবশেষে অজিতদের দিকে রায় দিল কমিশন। এদিন নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, এনসিপির নাম ও চিহ্ন ব্যবহারের অধিকার থাকবে অজিত পাওয়ার শিবিরের হাতে। পাশাপাশি শরদ পাওয়ারকে নতুন দলের নাম ঠিক করতে আগামিকাল বুধবার বিকেল তিনটের মধ্যে তিনটি নাম জমা দিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এদিন।

কাশ্মীরের কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি: সেনা জওয়ান থেকে লস্কর জঙ্গি! অবশেষে দিল্লি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল কুখ্যাত রিয়াজ আহমেদ। সীমান্ত পেরিয়ে বেআইনি অস্ত্র ভারতে আনার কাজ করত এই লস্কর জঙ্গি। দীর্ঘদিন ধরেই কাশ্মীরে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল রিয়াজ। কয়েকদিনের মধ্যে কুপওয়ারাতে বড়সড় হামলার পরিকল্পনাও ছিল তার। কয়েকদিন আগেই কুপওয়ারাতে লস্কর- ই-তইবার ডেরায় তল্লাশি চালিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। সেখানেই জানা যায়, কুপওয়ারার বিশাল এলাকা জুড়ে নাশকতার ছক চালাচ্ছে জঙ্গি সংগঠনটি। গোটা পরিকল্পনার দায়িত্বে রয়েছে রিয়াজ ও তার দুই সঙ্গী- খুরশিদ আহমাদ রাঠের ও গুলাম সরওয়ার রাঠের। হামলা চালানোর জন্যই সীমান্ত থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র আনারও কাজ চালাচ্ছিল রিয়াজ ও তার সঙ্গীরা। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের এই তল্লাশি অভিযানের আগেই অবশ্য পালিয়ে গিয়েছিল রিয়াজ। দিল্লি পুলিশের কাছে সেই খবর জানানো হয়। অনুমান ছিল, দিল্লি থেকেও ফের অন্য কোনও ডেরায় গিয়ে গা ঢাকা দেবে প্রাক্তন সেনা কর্মী। তাই রিয়াজের নাগাল পেতে নানা এলাকায় বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা রেখেছিল দিল্লি পুলিশ। জানা গিয়েছে, রবিবার নয়াদিল্লির রেল স্টেশন থেকে আটক করা হয় রিয়াজকে। তার পরেই তাকে গ্রেপ্তার দিল্লি পুলিশ। গ্রেপ্তারির পরে দিল্লি পুলিশের তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়, 'মূল অভিযুক্ত রিয়াজ আহমেদ সেনার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অস্ত্র আনার অন্যতম প্রধান চক্রী ছিল সে।'

শুরু কাউন্টডাউন

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেলো। শুরু হয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি। এরই অঙ্গ হিসাবে রাজ্যে আসতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহেই কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে আসবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার অনুপচন্দ্র পাণ্ডে এবং অরুণ গোয়েল রাজ্যে এসে ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন। মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তার আগে কমিশনের ফুল বেঞ্চের রাজ্য সফর তাৎপর্যপূর্ণ।

শিক্ষাক্ষেত্রেও বঞ্চনা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার শিক্ষা ক্ষেত্রেও রাজ্যকে বঞ্চিত করার পথে হাঁটছে কেন্দ্র। সর্বশিক্ষা মিশন খাতেও রাজ্যের টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মঙ্গলবার বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য জানান, সর্বশিক্ষা মিশন খাতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না। কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'রাজ্যের সঙ্গে বৈষম্য করা হচ্ছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়ার মতো বিষয় এখানেও হচ্ছে। হয় তো ওরা ২০০ পার হবার অপেক্ষায় রয়েছে। কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনা ১৭৫৪.৭৯ কোটি টাকা। কেন্দ্র আপাতত দিয়েছে ৩১১.২৯৪ কোটি টাকা।'

১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির তদন্তে এবার একাধিক জায়গায় তল্লাশি ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক ভাবে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প মনরেগা স্কিমের টাকা ভুয়ো জব কার্ড বানিয়ে দুর্নীতি হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, ১০০ দিনের কাজ করেননি, এমন অনেক প্রাপকের নামে ভুয়ো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের টাকা সরানো হয়েছে।আর সেই কারণেই মনরেগা বা ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যের একাধিক জায়গায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অভিযান। প্রসঙ্গত, এই প্রথম ১০০ দিনের দুর্নীতির তদন্তে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। অন্যদিকে এদিন, ২০১৯ সালে বেশ কয়েকটি এফআইআর হয়। হুগলির ধনেখালি - বেলডাঙা-সহ বেশ আরও কয়েকটি জায়গায় এফআইআর দায়ের হয়। সেই সমস্ত এফআইআর একত্রিত করে তদন্তে নামে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তারই প্রেক্ষিতেই এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ইডির অভিযান। এফআইআরগুলিতে মনরেগাতে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছে।

সূত্রের খবর, দায়ের করা এফআইআরগুলিতে ২ ধরণের অভিযোগ তোলা হয়েছে। একদিকে যেমন ভুয়ো জব কার্ড তৈরি করে অনেককে টাকা দেওয়া হয়েছে। আর সেক্ষেত্রে যাঁরা ন্যায্য দাবিদার বা কাজ করেছেন, তাঁদের অনেকেই টাকা পাননি বলে অভিযোগ। আবার ভুয়ো বিল তৈরি করেও কোনও কোনও জায়গায় টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলায় হানা দেন ইডির আধিকারিকরা। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে পঞ্চায়েতের সাসপেন্ড কর্মীর বাড়িতেও তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। মঙ্গলবার সকালেই বহরমপুর থানার ৩৭/১-এর মধুপুর বিষ্ণুপুর রোডের বাসিন্দা রথীন্দ্রনাথ দে-এর বাড়িতে পঞ্চায়েতে আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগে ইডির তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ১০০ দিনের প্রকল্পে প্রায় ৪ কোটি টাকা আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। বিষ্ণুপুর এলাকায় সাসপেন্ড ওই পঞ্চায়েত কর্মীর বাড়ি ঘিরে রাখেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। বাড়ির ভিতরে ঢুকে তল্লাশি অভিযান ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন এফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। নওদা পঞ্চায়েতের বহিস্কৃত নির্মাণ সহায়কের নাম রথীন্দ্রনাথ দে। সূত্রের খবর, রথীন্দ্রনাথ দে-র বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে ১০০ দিনের কাজের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে ওঠে। সেই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর-ও দায়ের করা হয়। প্রায় ৪ কোটি টাকা তছরুপ করা হয়েছিল ওই সময়। তছরুপের টাকা তিনি নিজের এবং নিজের বোনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেন বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব ছিলেন রথীন্দ্রনাথ দে। নওদা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। যার পঞ্চায়েত থেকে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। পরে ঘটনার তদন্তভার যায় ইডির হাতে। মঙ্গলবার সকালে রথীন্দ্রনাথ দে-র বিষ্ণুপুরের বাড়িতে হানা দেন ইডির আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ঘিরে ফেলেন গোটা বাড়ি। বাইরে থেকে কারও ভিতরে প্রবেশ বন্ধ করা হয়। এদিকে সূত্রে খবর, এই অভিযানের সময় ভিতর থেকেও কাউকে বাইরে বেরনোর অনুমতি দেওয়া হয়নি।

এদিকে সল্টলেকের সেক্টর-ওয়ানের ইবি ব্লকের একটি আবাসনের ফ্ল্যাটেও চলছে তল্লাশি অভিযান। ১০০ দিনের কাজের দুর্নীতির অভিযোগে তল্লাশি। সূত্রের খবর, এই ফ্ল্যাটে থাকেন সঞ্চয়ন পান নামের এক ব্যক্তি। যিনি হুগলির ধনিয়াখালির বিডিও ছিলেন। ১০০ দিনের কাজের দুর্নীতির অভিযোগে যে এফআইআর হয়েছিল তার উপরে ভিত্তি করেই ইসিআইআর দায়ের করে ইডি। কেন্দ্রীয় এজেন্সি সূত্রে খবর, এই দুর্নীতিতে বেশ কিছু সরকারি অফিসারদের যোগ থাকার অভিযোগ পেয়েছেন গোয়েন্দারা।

মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে এক পঞ্চায়েত কর্মীর বাড়িতে তল্লাশি চালাতে পৌঁছে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা। রথীন দে নামে ওই পঞ্চায়েত কর্মীর বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন গোয়েন্দারা। জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন এই রথীন। দুর্নীতির কারণে চাকরি খুইয়েছিলেন। তবে চুঁচুড়ায় নাম বিভ্রাটের কারণে একটি ভুল বাড়িতে চলে যান ইডির আধিকারিকরা, অন্তত সূত্রে এমনটাই খবর।

এরই পাশাপাশি এদিন সকালে ঝাড়গ্রামে পৌঁছয় ইডির একটি দল। বাছুরডোবা হাউজিং ব্লক-বি-এর এক সরকারি আবাসনে এক ডব্লুবিসিএস অফিসারের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এই আধিকারিকের নাম শুভ্রাংশু মণ্ডল।

মধ্যপ্রদেশে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত বেড়ে ১১, আহত শতাধিক

ভোপাল, ৬ ফেব্রুয়ারি: রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে কয়েকটি দেহ। বাজি কারখানা কয়েক হাত দূরে জখম অবস্থায় কাতরাচ্ছেন কয়েক জন। বেশ কয়েকটি বাইক বিস্ফোরণের ধাক্কায় উড়ে গিয়ে পড়েছে রাস্তায়। মধ্যপ্রদেশের হরদা জেলার বৈরাগড়ে বাজি কারখানার আধ কিলোমিটার এলাকায় মঙ্গলবার সকালে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় বিস্ফোরণের জেরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। পাশাপাশি, তাঁদের চিকিৎসার বিষয়ে যাতে সবরকম পদক্ষেপ করা হয় সে কথাও বলেছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, মৃতদের মধ্যে কয়েক জনের হাত-পা উড়ে গিয়ে আধ কিলোমিটার দূরে পড়েছে। কয়েক জনের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই-ই নয়, কারখানা থেকে কিছুটা দূরে রয়েছে মূল সড়ক। বিস্ফোরণের জেরে কয়েক জন পথচারীও জখম হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ৪০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত মাটি কেঁপে উঠেছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, আচমকাই জোরালো আওয়াজ শুনতে পান। তার পর বাড়িটি কেঁপে ওঠে। জানলার কাচগুলি ভেঙে যায়। কারখানা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে বাড়ি ওই ব্যক্তির। দুপুর ১১টা নাগাদ বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হওয়ার পর অনেকেই ভেবেছিলেন বোমা পড়েছে। বাড়ি কেঁপে ওঠায় অনেকে আবার ভেবেছিলেন ভূমিকম্প হয়েছে। ফলে বৈরাগড়ে হুলস্থুল পড়ে যায়। কিন্তু পরে স্থানীয়রা জানতে পারেন, ওই এলাকায় যে বাজি কারখানা রয়েছে, সেখানে বিস্ফোরণ হয়েছে। দু'কিলোমিটার পর্যন্ত সেই আওয়াজ শোনা গিয়েছে। এমনকী বিস্ফোরণের ফলে আগুনের গোলা এবং ধোঁয়াও দেখা গিয়েছে অনেক দূর থেকে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন। আগুনে ঝলসে গিয়েছেন শতাধিক। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, কারখানা থেকে কয়েক জন কর্মীর দেহ উড়ে এসে রাস্তায় পড়ে।

দুঃখপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

বিস্ফোরণের পর পরই কারখানার আশপাশের ৬০টি বাড়িতেও আগুন ধরে যায়। সেই বাড়িগুলি থেকে বাসিন্দাদের উদ্ধার করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। আরও একশোটি বাড়ি দ্রুত খালি করে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ১০-১৫টি পর পর জোরালো বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণের আওয়াজ কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা গিয়েছে। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি আহতদের দ্রুত চিকিৎসা করানোর নির্দেশ দিয়েছেন। ভোপাল এবং ইন্দোরের মেডিক্যাল কলেজ এবং ভোপাল এমসকে আহতদের টিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলেছেন তিনি। পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে মন্ত্রী উদয় প্রতাপ এবং প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কী ভাবে এই বিস্ফোরণ ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বাজি কারখানাটি অবৈধ ছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

দেশে প্রথম 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি'র বিল পেশ উত্তরাখণ্ডে

দেরাদুন, ৬ ফেব্রুয়ারি: উত্তরাখণ্ডের বিধানসভায় পেশ হয়ে গেল 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' সংক্রান্ত বিল। এই বিল পেশকে 'ঐতিহাসিক' ঘটনা বলে অভিহিত করেছে উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার। ভারতের প্রথম রাজ্য হিসাবে উত্তরাখণ্ড সরকার এই বিল বিধানসভায় পেশ করল। এই বিলে একাধিক বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। বিবাহ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণের মতো বিষয়গুলিতে সকলের জন্য একই আইন চালু হওয়ার পথে আরও এক ধাপ এগোল এই রাজ্যটি। এই বিলে রয়েছে, যদি কোনও যুগল 'একত্রবাস' বা 'লিভ-ইন' করতে চান তবে অবশ্যই পুলিশ বা জেলা আধিকারিকদের অনুমতি নিতে হবে। আর যদি তাঁদের বয়স ২১ বছরের নীচে হয়, তবে বাবা-মায়ের সম্মতির প্রয়োজন পড়বে। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনাপ্রকাশ দেশাইয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। সেই কমিটির উপরই দায়িত্ব ছিল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি-র খসড়া তৈরি করার। কমিটির সুপারিশ মোতাবেক এই সংক্রান্ত খসড়া বিল পেশ হয় পুষ্কর সিং ধামির মন্ত্রিসভায়। রবিবার মন্ত্রিসভার অনুমোদন পাওয়ার পর, সোমবার সেই বিল বিধানসভায় পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি। এই বিল আইনে পরিণত হলে ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটবে বলে মনে করছে পদ্মশিবির। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংক্রান্ত বিলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বহুবিবাহ। যে কোনও ধর্মের মানুষের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম বলবৎ হবে। নিয়ম ভাঙলেই কঠোর শাস্তি। ধর্ম নির্বিশেষে মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ের বয়স ১৮ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর করা হয়েছে। সেই সঙ্গে 'রেজিস্ট্রি বিবাহ' বাধ্যতামূলকের কথা বলা হয়েছে এই বিলে। বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও রাজ্যের সকলের জন্য একই নিয়ম বলবৎ করার কথা আছে এই বিলে। দম্পতিকে নির্দিষ্ট সময় 'কুলিং অফ' পিরিয়ডে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে এই বিলে সন্তান দত্তক নেওয়ার নিয়ম আরও সহজ করার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়াও বাবা-মায়ের সম্পত্তির ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ের সমান অধিকার থাকবে। এমনকী, দত্তক নেওয়া সন্তানদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম বলবৎ হবে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিজেপি বিধায়কদের 'জয় শ্রীরাম', 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে বিধানসভা। এই বিলকে স্বাগত জানিয়েছে উত্তরাখণ্ডের কংগ্রেস। তবে সরকারের বিল পেশ করার পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি তুলেছে তারা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা যশপাল আর্য বলেন, 'সরকার কোনও আলোচনা ছাড়াই এই বিল পেশ করাতে চায়। যা একদমই ঠিক নয়।' একই মত পোষণ করেছেন উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা হরিশ রাওয়াতও। উত্তরাখণ্ড সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে গুজরাত এবং অসমের বিজেপি শাসিত সরকার।

কলকাতায় ফিরেই মমতার বাড়িতে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার কলকাতায় ফিরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূত্রের খবর, তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গে মঙ্গলবার দুপুরে প্রায় পৌনে দু'ঘণ্টা বৈঠক হয়েছে অভিষেকের। তার পরে অভিষেক নিজের বাড়ির অফিসে চলে যান।

কিন্তু দু'জনের মধ্যে কী নিয়ে কথা হয়েছে সে ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ভাবে কেউই কিছু জানাননি। তবে তৃণমূলের একটি সূত্রের খবর, রাজ্যসভা ভোটের প্রার্থী নিয়ে দু'জনের কথা হয়েছে। রাজ্যের পাঁচটি রাজ্যসভা আসন ফাঁকা হচ্ছে।

বিধায়ক সংখ্যার নিরিখে চারটি পাবে তৃণমূল। একটিতে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী জিতবেন।

মঙ্গলবার সেই তালিকা নিয়েই দু'জনের পরামর্শ হয়েছে। তৃণমূলের এক শীর্ষ সূত্রের দাবি, চারটি আসনেই নতুন প্রার্থী দেওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। নাম ঘোষণা হতে পারে আজ।

উল্লেখ্য, সপ্তাহ দেড়েক আগে বীরভূমের নেতাদের নিয়ে কালীঘাটের বাড়িতে বৈঠক করেছিলেন মমতা। সে দিন অভিষেক ওই বৈঠকে ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাঁর ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে।

সে দিন মমতা দলের নেতাদের জানিয়েছিলেন, অভিষেককে অনেক কিছু 'ড্রাফট' করতে হচ্ছে, নথি তৈরি করতে হচ্ছে। তাই তিনি বৈঠকে ছিলেন না।

ক্যাগ নিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা ক্যাগের সাম্প্রতিক রিপোর্ট নিয়ে বিধানসভায় বিজেপির আলোচনার দাবিকে কেন্দ্র করে শাসক বিরোধী দ্বৈরথ বাঁধে। মঙ্গলবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি বিধানসভায় ক্যাগ রিপোর্টে নিয়ে আলোচনা দাবি জানায়। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দাবি না মানায় বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দিতে দিতে কক্ষ ত্যাগ করেন। এরপর বিধানসভার নর্থ গেটের বাইরে এই নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬০ নং এফিডেভিট বলে Bijoy Kumar Bandyopadhyay S/o. Prabhas Kumar Bandyopadhyay ও Bijoy Kr. Banerjee S/o. P. Kr. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/১০/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৭ নং এফিডেভিট বলে Achinta Chakraborty S/o. Gopal Chandra Chakraborty ও Achinta Kr. Chakraborty S/o. G. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৬৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Debashish Bera ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nemai Chandra Bera ও N. Bera সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Mukta Chowdhury (old name), W/o. Debajyoti Das, resident of 64, Haran Chandra Laha Lane, Suksanatantala, P.O. & P.S.– Chandannagar, Dist. Hooghly, Pin– 712136, W.B. ০২/০১/২০২৪ তারিখে চন্দননগর কোর্টের নোটারী পাবলিকের ৫৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Mukta Chowdhury থেকে Mukta Das (New Name) নামে পরিচিত হলাম। উক্ত এফিডেভিট বলে Mukta Das (New Name) এবং Mukta Chowdhury (Old Name) সর্ব ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৩৬ নং এফিডেভিট বলে Dilip Kumar Roy S/o. Ramesh Chandra Roy ও D. Kr. Roy S/o. R. Ch. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Tarun Kanti Adak ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Paresh Nath Adak ও Lt. P. N. Adak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, ANURAG BAIDYA S/O NEPAL BAIDYA, residing at 3 no BAROWARI TALA, Rajarhat, Gopalpur(M), North 24 Parganas, Krishnapur, West Bengal, 700102, hereby undertake that I want to change my name to ANU BAIDYA and gender as FEMALE. I, ANURAG BAIDYA, henceforth be known as ANU BAIDYA D/O NEPAL BAIDYA.

E-Tender

E-tenders are invited by the Prodhan, Patharghata-I Gram Panchayat (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Maliapota, Nadia. **NIT NO. 20e/2023-24, 21e/2023-24, 23e/2023-24.** Last date of submission **15.02.2024 upto 9a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan, Patharghata-I Gram Panchayat.

CHANGE OF NAME

I, Abid Mondal, S/O. Abdulla Mondal residing at vill- Berachampa, P.O.-Debalaya, P.S.-Deganga, Dist- 24 Pgs(N), Pin-743424, hereby declare that "Rabiul Mondal, S/O. Aabid Mondal and Rabiul Mondal S/O. Md. Abid Ali is the same and one identical person through and affidavit Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat dated on 03.02.24.

Change of Name

I, **GURJEET SINGH** S/o **Pritam Singh**, resident of Ho.No.: 110/C/46, Ward No.-12, Dewanmaro,Gurudwara Road, Nutanpally, Post: Nimpura, P.S.: Kharagpur (Town), Dist- Paschim Medinipur, Pin-721304 do hereby declare that I have changed my name from **S. GURJEET SINGH** to **GURJEET SINGH** and henceforth I shall be known as **GURJEET SINGH** in all purpose, vide affidavit No.–N/46 sworn Before the Notary Public at Kharagpur on dated 17/11/2023. That **GURJEET SINGH** & **S. GURJEET SINGH** both are same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি - আব্দুল মাজীদ মন্ডল, পিতা- আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল দাদু হাজী আমিরুদ্দিন মন্ডল, গ্রাম- মোহনের পাড়া, পোস্ট- গোকুল গোবিন্দপুর, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ **S. D.E. M** কোর্ট ডোমকল এর **Sl. No. 659 Dt. 06.02.2024** এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার পিতা **মৃত আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল** এবং **আব্দুর রাজ্জাক** এবং **এ বি রাজ্জাক মন্ডল** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং আমার দাদু **আমিরুদ্দিন মন্ডল** এবং **হাজী আমিরুদ্দিন মন্ডল** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, মোকাম চুঁচুড়া ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত

এ্যাক্ট ৩৯ প্রোবেট কেস নং ১৪/২০২২

দরখাস্তকারী- হেমন্ত কুমার মাজি, এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে জেলা হুগলী সিঙ্গুর থানার অধীন মোল্লা সিমলা গ্রাম নিবাসিনী বালিকা মাঝি স্বামী-মৃত দুলাল চন্দ্র মাঝি যিনি গত ইংরাজী ১৬-৮-২০১৩ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন, শ্রী সৌরভ মাজি, শ্রী সৈকত মাঝি উভয়ের পিতা সুশান্ত কুমার মাঝি এবং শ্রী সৌহৃত মাঝি পিতা মৃত শ্রীমন্ত মাঝি সকলের সাং- ও পোঃ মোল্লা সিমলা থানা সিঙ্গুর জেলা হুগলী এদের অনুকূলে সম্পাদিত গত ইংরাজী ১৫-৫-২০০৪ দিবসীয় তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সংক্রান্ত অরেজিস্ট্রিকৃত উইলের একজিকিউটর হিসাবে দরখাস্তকারী অত্র প্রবেটে মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন তত্ বিষয়ে কাহারো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে জনাইবেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

।। তপশীল ।।

জেলা হুগলী থানা ও সাব রেজেস্ট্রি অফিস সিঙ্গুরের সামিল জে.এল. নং- ৯৫, মৌজা মোল্লা সিমলা এল. আর. খতিয়ান নং ৭৮৭-

১) ৯৬৬ নং দাগে শুনা জমি ১৲ আনায় ৫৯ শতক । ২) ১১১১ নং দাগে বাগান জমি ১৲ আনায় ৩২ শতক। ৩) ১০২৮ নং দাগে বাগান ১৲ আনায় ৩০ শতক। ৪) ১০৪৪ নং দাগে ভিটি ১৲ আনায় ২৭ শতক। ৫) ১০৪৬ নং দাগে বাগান ১৲ আনায় ১৬ শতক। ৬) ১০৪৫ নং দাগে কলাবাগান ১৲ আনায় ১৯ শতক। ৭) ১০৪৭ নং দাগে কলাবাগান ১৲ আনায় ০৩ শতক। ৮) ১০৪২ নং দাগে বাস্তু ১৲ আনায় ১০ শতক। ৯) ৯৯৭ নং দাগে শুনা ১৲ আনায় ২৫ শতক। ১০) ১০০২ নং দাগে শুনা ১৲ আনায় ২৫ শতক। মৌজা পহলামপুর জে.এল. নং ৯৯, খতিয়ান নং ১৪৬৯- ১১) ৫৬ নং দাগে কলাবাগান ১৲ আনায় ১৬ শতক। ১২) ৫৩ নং দাগে টুনির পুকুর ১৲ আনায় ৩৭ শতক। মৌজা গোবিন্দপুর জে.এল. নং ৯০, খতিয়ান নং ১২৬৯- ১৩) ১৫১৫ নং দাগে শালি ১ একর ০২ শতক। মৌজা রসুলপুর, জে.এল. নং ৮৮ খতিয়ান নং ৫৯৮- ১৪) ৬০১ নং দাগে শুনা ১৲ আনায় ১৯ শতক। মৌজা রুস্তমপুর জে.এল. নং ৮৭ খতিয়ান নং ৬৩৯- ১৫) ৩১৯ নং দাগে শুনা ৩৫ শতক।

উপরোক্ত সম্পত্তি সকলের ১/১১ অংশ সম্পত্তি উইলকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র কোলে
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
চুঁচুড়া ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

CHANGE OF NAME

I, Kaushik Mukherjee, S/o- Late Kamal Kumar Mukherjee, residing at 9/1C, Dharmatala Road, P.S. -Kasba, Circus Avenue, Kolkata-700042, West Bengal, do hereby declare vide affidavit No. 2632 before the Learned 1st Class Metropolitan Magistrate at Kolkata dated 05.02.2024 that in my shares certificate issued by ITC Ltd, my name is wrongly recorded as Shanta Mukherjee in place of Kaushik Mukherjee. My actual and correct name is Kaushik Mukherjee. Shanta Mukherjee and Kaushik Mukherjee is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে নিতাইলাল ঘোষ ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত লেন, বৈদ্যবাটী, হুগলী হইতে নিরুদ্দেশ হন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন জ্ঞান থাকিলে নিম্ন নম্বরে যোগাযোগ করুন ঃ

তন্বী ঘোষ, মোঃ ৬২৯০৪২৪১৭০

Sd/-
Krishna Nayan Mandal
Advocate
B.A. (Hons.) M.A., LLB
Surveyor Pannel Lawer
Central Bank of India

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৭ ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার ২৩ শে মাঘ, দ্বাদশী তিথি। জন্মে ধনু রাশি, অষ্টত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা, বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা, মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি ? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন ।পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো ।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন - তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বৃদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি ? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মুখ্যমন্ত্রীর সভায় আঁটোসাটো নিরাপত্তা
শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সাঁতরাগাছিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সাঁতরাগাছিতে মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে শেষ মুহূর্তের প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও ব্যস্ততা তুঙ্গে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করতে হাওড়ায় আসছেন। ওইদিন তিনি সাঁতরাগাছি বাস স্ট্যান্ড থেকে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের জন্য একাধিক সরকারি বাস উদ্বোধনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সরকারি পরিষেবার উদ্বোধন করবেন। তাই মঙ্গলবার সাঁতরাগাছি বাসস্ট্যান্ডে সভা মঞ্চ এবং শেড তৈরির কাজ পুরোদমে চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর সভার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে পুলিশের পদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে এসেছেন। এছাড়াও স্নিফার ডগ দিয়ে তন্ন তন্ন করে মঞ্চ এবং তার আশপাশ এলাকায় তল্লাশি চলছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন পরিষেবা ঘোষণার পাশাপাশি হাওড়ার জন্যও মুখ্যমন্ত্রী নানা প্রকল্প ঘোষণা করতে পারেন। যদিও কলকাতার পরিবর্তে সাঁতরাগাছিতে বাসস্ট্যান্ড সরিয়ে আনার বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর সভার পর থেকে স্পষ্ট হতে পারে বলেই সূত্রের খবর। এছাড়াও ওই বাস স্ট্যান্ড তৈরি হওয়ার পর থেকে কিছু সরকারি ও বেসরকারি বাস স্ট্যান্ড থেকে ছাড়লেও, সম্পূর্ণভাবে ওই স্ট্যান্ড ব্যবহার করার যে সরকারি পরিকল্পনা রয়েছে তা হয়তো বুধবারের সভার পর থেকে বাস্তবায়িত হতে পারে বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক কর্তারা।

উল্লেখ্য এর আগে সাঁতরাগাছি আন্ডার পাস-সহ স্টেশনে যাওয়ার রাস্তাও উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও পুরনো সাঁতরাগাছি সেতুর পাশেই রেলের জমিতে নতুন ফ্লাইওভার তৈরির পরিকল্পনার বিষয়টি আবার উত্থাপিত হতে পারে এই সভা থেকেই বলে প্রশাসন সূত্রের খবর।

আটকে পড়া চিল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ইছাপুর বাদামতলায় বহুতল আবাসনের ওপর একটি মোবাইল টাওয়ারে পেঁচিয়ে ছিল ঘুড়ি ওড়ানোর চায়না মাঞ্জা সুতো। আর সেই সুতোয় মঙ্গলবার সকালে আটকে যায় একটি চিল। স্থানীয় বাসিন্দা সায়ন্তন দাস দেখামাত্রই চিল উদ্ধারে তিনি বন দপ্তরে খবর দেন। এদিন বনদপ্তর মারফত খবর পেয়ে এদিন দুপুরে শ্যামনগরের হিউম্যান অ্যান্ড ওয়াইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের লোকজন এসে চায়না সুতোয় আটকে থাকা চিলটিকে উদ্ধার করেছে। হিউম্যান অ্যান্ড ওয়াইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের কর্তা প্রতাপ দাস বলেন, 'বনদপ্তর থেকে খবর পেয়ে চিলটিকে উদ্ধার করতে এসেছিলাম। মোবাইল টাওয়ারে পেঁচানো চায়না সুতোয় চিলটি অনেকক্ষন আটকে ছিল। ওর বাঁদিকের ডানায় আঘাত লেগেছে। চিকিৎসা করার পর চিলটিকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে।' প্রতাপবাবু বলেন, 'চায়না সুতোর কোপে অনেক নিরীহ প্রাণীর প্রাণ চলে যাচ্ছে।' তাই ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য চায়না সুতো বয়কট করে কটন সুতো ব্যবহার করার বার্তা দিলেন পশু-পাখি প্রেমী প্রতাপ দাস।

শুরু লোকসভা ভোটের কাউন্টডাউন
রাজ্যে আসতে চলেছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেলো। শুরু হয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি। এরই অঙ্গ হিসাবে রাজ্যে আসতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহেই কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে আসবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার অনুপচন্দ্র পাণ্ডে এবং অরুণ গোয়েল রাজ্যে এসে ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন। মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তার আগে কমিশনের ফুল বেঞ্চের রাজ্য সফর তাৎপর্যপূর্ণ।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর ১লা মার্চ বিকেলেই রাজ্যে আসবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সন্ধ্যাবেলায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকসহ দফতরের অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে ফুল বেঞ্চ বৈঠক করবে। ২রা মার্চ সকাল দশটা থেকে রাজ্যের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করে তাদের বক্তব্য, অভাব-অভিযোগ শোনা হবে। এরপর প্রত্যেক জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার দের সঙ্গেও বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে। পরের দিন অর্থাৎ ৩রা মার্চ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে প্রথমে বৈঠকে বসবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। এরপরে কলকাতা পুলিশ কমিশনার, রাজ্য পুলিশের ডিজি, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং মুখ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সব শেষে সাংবাদিক বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে। এখনো পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সূত্রে যা খবর সেই অনুযায়ী মার্চ মাসের ১০ তারিখের মধ্যেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হতে পারে। তার আগেই বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ।

২১ ফেব্রুয়ারি থেকে একশো দিনের প্রকল্পের বঞ্চিতদের টাকা পাঠাবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মত ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে একশো দিনের প্রকল্পে কেন্দ্রের বঞ্চিত শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাবে রাজ্য সরকার। শ্রমিকদের মজুরির বকেয়া টাকা মেটানোর ক্ষেত্রে সব ধরনের স্বচ্ছতা মানতে হবে বলে রাজ্য সরকার সব জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে। ওই টাকা পাঠানোর ব্যাপারে এসওপি বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর তৈরি করেছে পঞ্চায়েত দপ্তর। সব জেলা শাসক, বিডিও ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে ওই এসওপি পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি মেটানোর ক্ষেত্রে ষোল আনা স্বচ্ছতা রাখতে হবে। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের প্রথমে খতিয়ে দেখতে হবে, প্রকৃতপক্ষে কাদের টাকা বকেয়া রয়েছে। যাদের টাকা বকেয়া রয়েছে, তাদের জব কার্ড রয়েছে, নাকি বাতিল হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি শ্রমিকের নামের পাশে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর রয়েছে কিনা দেখতে হবে। সেই অ্যাকাউন্ট অ্যাকটিভ না ডরমেন্ট তাও খতিয়ে দেখতে হবে। কোনও শ্রমিক ইতিমধ্যে মারা গেলে তাঁর নামের পাশে নোট রাখতে হবে। বিডিও যে লিস্ট তৈরি করবেন, সেই তালিকা এর পর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে পাঠাতে হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওই তালিকা ভেরিফাই করবেন। কারও ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বদল হয়ে থাকলে তাও লিপিবদ্ধ করতে হবে। এভাবে ১৮ তারিখের মধ্যে ওয়েজ পেমেন্ট লিস্ট চূড়ান্ত করতে হবে। ১৯ তারিখের মধ্যে ব্যাংক ওয়াড়ি পেমেন্ট অ্যাডভাইজ তৈরি করে ফেলতে হবে বিডিওদের। তার পর ২১ তারিখ টাকা রিলিজ করা হবে।

অনেকের মতে, সন্দেহ নেই এ ঘটনায় গ্রাম পঞ্চায়েত বিশেষ করে বিডিওদের উপর বড় চাপ তৈরি হল। কারণ, তালিকায় সামান্যতম ভুল ভ্রান্তি হলে তারাই দায়ী থাকবেন। তবে নবান্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, গ্রাম-পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসের স্তরে কোনও ভুলভ্রান্তি হচ্ছে কিনা তার উপর নজর রাখার দায়িত্ব থাকবে মহকুমা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক ও জেলা শাসকদের উপর। তাঁর যে কোনও মুহূর্তে স্যাম্পেল ভেরিফাই করতে পারেন।

সব মিলিয়ে কমবেশি ২১ লক্ষ শ্রমিককে বকেয়া মেটাতে এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতা শুরু হয়েছে নবান্নে। জেলা শাসকদের নিয়ে ইতিমধ্যে একবার ওরিয়েন্টেশন মিটিং করেছেন পঞ্চায়েত সচিব। বুধবার জেলা শাসকরা সমস্ত বিডিও ও গ্রাম পঞ্চায়েত ও অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে ওরিয়েন্টশন মিটিং করবেন। ৮ তারিখ থেকে খসড়া মজুরি তালিকা তৈরি করে ফেলতে হবে বিডিওদের।

রেলওয়ে নিরাপত্তার প্রধান কমিশনার জনককুমার গর্গ মঙ্গলবার হাওড়া ময়দান থেকে গ্রিন লাইনের এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত সমস্ত স্টেশন পরিদর্শন করলেন। সোমবারই তিনি হুগলি নদীর তলদেশে এই করিডরের টানেলগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। হাওড়া স্টেশনটি কলকাতা মেট্রো এবং পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নেটওয়ার্কের একটি জংশন স্টেশন হতে চলেছে। আগামী দিনে লক্ষ লক্ষ যাত্রী তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য এই স্টেশনটি ব্যবহার করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ফলে সমস্ত খুঁটিনাটি ঘুরে দেখেন তিনি।

শিক্ষাক্ষেত্রেও রাজ্যকে বঞ্চনার পথে হাঁটছে কেন্দ্র !
অভিযোগ ব্রাত্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনার মতো প্রকল্পে দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার রাজ্য। এবার শিক্ষা ক্ষেত্রেও রাজ্যকে বঞ্চিত করার পথে হাঁটছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। সর্বশিক্ষা মিশন খাতেও রাজ্যের টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মঙ্গলবার বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য জানান, সর্বশিক্ষা মিশন খাতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না। কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'রাজ্যের সঙ্গে বৈষম্য করা হচ্ছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়ার মতো বিষয় এখানেও হচ্ছে । হয় তো ওরা ২০০ পার হবার অপেক্ষায় রয়েছে। কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনা ১৭৫৪.৭৯ কোটি টাকা। কেন্দ্র আপাতত দিয়েছে ৩১১.২৯৪ কোটি টাকা।'

কেন্দ্রের টাকা যাতে রাজ্য সরকার না পায় সেই লক্ষ্যে একাধিকবার প্রকাশ্যে সরব হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।কেন্দ্রকে চিঠি লিখে প্রকল্পের টাকা না দেওয়ার জন্য আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অধীনে চলে সর্বশিক্ষা মিশন। এই প্রকল্পের অধীনে স্কুলের নতুন ক্লাসরুম তৈরি, নতুন ভবন তৈরি, মডেল স্কুল তৈরি, শহর স্কুল শিক্ষার একাধিক ক্ষেত্রে কাজকর্ম পরিচালিত হয়। সর্বশিক্ষা মিশন প্রকল্পে কেন্দ্রের অংশীদারিত্ব ৬০ শতাংশ, রাজ্যের অংশীদারিত্ব ৪০ শতাংশ।

প্রসঙ্গত, একশো দিনের কাজের টাকা, বাংলা আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে না বলে একাধিকবার সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। নবান্নের তরফে চিঠিও পাঠানো হয়েছে পাওনা টাকা চেয়ে। কিন্তু বাংলা আবাস যোজনার টাকার দাবিতে তৃণমূলের সাংসদদের এক প্রতিনিধিদল দেখা করেছিল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে। টাকা কেন আটকে রাখা হয়েছে, সে নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৩ মাঘ ১৪৩০ বুধবার

সৌজন্যের আবহ, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ও এজি ক্ষমা চাইলেন পরস্পরের কাছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভরা এজলাসে বিচারপতি ও এজি-র নজিরবিহীন দ্বন্দ্ব দেখেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। আর সেই এজলাসেই এবার সামনে এল সৌজন্যের ছবি।এই সৌজন্যের বাতাবরণের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত মিটল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের দ্বন্দ্ব। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'বন্ধু কিশোরের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।' এদিন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'কয়েকদিন আগে আমি আপনাকে অনেক কিছু বলেছি। আমি আপনাকে অনেক বছর ধরে চিনি। প্রায় ৩৭ বছর। আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আই অ্যাম ভেরি সরি।' এখানেই শেষ নয়, সঙ্গে সংযোজন, 'আমার বন্ধু কিশোরের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। রাগের মাথায় অনেক কিছু বলেছি। সকলের জানা উচিত। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।' বন্ধুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে এগিয়ে আসেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলও। তিনিও বলেন, 'আমিও ওই দিন অনেক কিছু

বলেছিলাম।' প্রত্যুত্তরে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আপনি যা শুনেছেন তাই বলেছেন। তবে আমি যা বলেছিলাম রাগ করে। আপনারা জানেন না, কিশোর আমার কত উপকার করেছে। এমনও হয়েছে, কিশোর আর আমার আর এক বন্ধু না থাকলে আমি মরে যেতাম। কিশোর, আমি, জয়মাল্য আরও কয়েকজন আমরা একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম।'

এদিকে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিচারপতি সৌমেন সেনের সংঘাতের জল গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, এই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীদের একাংশ প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়েছিলেন।এদিকে আবার গত মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমকে চিঠি দেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীরা। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি নিয়ে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার প্রেক্ষিতে বিতর্কের সূত্রপাত। এই মামলার প্রেক্ষিতে বিচারপতি সৌমেন সেনের বিরুদ্ধে নজিরবিহীনভাবে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এই সময়ই কিশোর দত্ত বিচারপতিকে প্রশ্ন করেন। কিশোর দত্ত বলেছিলেন, 'আমার কাছে এই নিয়ে নিশ্চিত খবর রয়েছে।' কী নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিচারপতিকে অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, 'আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আপনি বিজেপির প্রার্থী হবেন।' এর পালটা দাবিটিকে অসত্য বলেন বিচারপতি। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'কী ভাবে আপনি এডি হয়েছে তা আমার জানা। একেবার তো আপনাকে সরানো হয়েছিল তারপর ফিরে আসেন।' এবার এই বিতর্কে ইতি পড়ল বলেই ধারণা আইনজীবী মহলের।

নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে জেলবন্দিদের খাবারের দুরবস্থা নিয়ে অভিযোগ সিদ্দিকীর

অভিযোগ ওড়ালেন কারামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারে খ াবারের গুণগত মানোন্নয়নের জন্য আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে মঙ্গলবার নিজের জেলবন্দি থাকার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক অভিযোগ করেন, সংশোধনাগারে খ াবারের গুণগত মান অত্যন্ত খারাপ। তিনি বলেন, সরকারি আদেশে বন্দিদের জন্য ৭৫ গ্রাম করে মাছ দেওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা মানা হয় না। নওশাদের অভিযোগ, শীতকালে বিকাল চারটেয় রাতের খ াবার দিয়ে দেওয়া হয়। বন্দিদের ঠান্ডা খাবার পরিবেশন করা হয়। কোনওরকম সরকারি নির্দেশ মানা হয় না।

নওশাদের অভিযোগের উত্তরে কারামন্ত্রী অখিল গিরি অধিবেশন কক্ষে জানান, সরকারি নির্দেশেই রয়েছে জেলবন্দিদের কি খাবার, কতটা দিতে হবে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিদিন ২৫০ গ্রাম চালের

ভাত, ১০০ গ্রাম ডাল, ৩০০ গ্রাম সবজি তার সঙ্গে ১০০ গ্রাম আলু থাকতে হবে। এছাড়া সপ্তাহে একদিন করে ৭৫ গ্রাম মাছ, ৭৫ গ্রাম মাংস, ২৫ গ্রাম সয়াবিন, ডিম দেওয়া হয়। নওশাদের অভিযোগ নস্যাৎ করে কারামন্ত্রী জানান, বিকাল চারটার সময় চা ও দুটো করে বিস্কুট দেওয়া হয়। তাছাড়া টিফিনে মুড়ি, বাদাম ও ডাল ভাজা দেওয়া হয়। যারা নিরামিষভোজী তাদের জন্য ২৫০ মিলি দুধ ও দেওয়া হয় বলে দাবি কারামন্ত্রীর। যদিও নওশাদ সিদ্দিকী পাল্টা অভিযোগ করেন, খ াতায় কলমে সরকারি নির্দেশিকা অনেক কিছু থাকলেও বাস্তবে তা মানা হয় না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি একথা জানেন।

সন্দেশখালি-কাণ্ডের মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালিতে তদন্তে গিয়ে ইডি আধিকারিকদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার দ্রুত শুনানির ফের আর্জি জানানো হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে। সন্দেশখালিতে শাহজাহান শেখের বাড়িতে যাওয়ার পথে আক্রান্ত ইডি আধিকারিকদের ঘটনায় সিঙ্গল বেঞ্চ সিবিআই ও রাজ্যপুলিশকে নিয়ে সিট গঠন করে যৌথ ভাবে সেই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেয়।

এদিকে এই নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় ইডি। কারণ, ইডি-র বক্তব্য ছিল, রাজ্য পুলিশ আগে একাধিক মামলায় সিবিআইয়ের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে। এক্ষেত্রেও সেই আশঙ্কার কথা উড়িয়ে দিতে পারছেন না তারা। আর সেই কারণেই তদন্তভার দেওয়া হোক, শুধুমাত্র সিবিআইয়ের হাতে এমনও আর্জি জানানো হয় ইডির তরফ থেকে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই মামলা বেশ কয়েকদিন ধরে তালিকায় থাকলেও শুনানি হচ্ছে না।

এরই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ইডির তরফে আইনজীবী ফের প্রধান

বিচারপতিকে জানান, ১২ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চে প্রাথমিক রিপোর্ট দেওয়ার কথা। কিন্তু তদন্ত থমকে রয়েছে। আর সেই কারণে দ্রুত শুনানি করা হোক মামলার। ইডির এই আর্জি শুনে প্রধান বিচারপতির আশ্বাস বুধবার তিনি মামলাটি শুনবেন।

প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতিতে সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় তৃণমূল নেতা শেখ শাহাজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। প্রথম দিন শেখ শাহজাহানের বাড়ির দরজার তালা ভাঙার সময়ে বেনজির ঘটনার সাক্ষী থাকে বাংলা। হাজার হাজার গ্রামবাসী ইডি আধিকারিকদের দিকে সেদিন তেড়ে এসেছিলেন। ইট, লোহার রড, বাঁশ দিয়ে হামলা চালিয়েছিলেন। মাথা ফেটেছিল ২ ইডি আধিকারিকের। আক্রান্ত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও। রীতিমতো কলাবাগান দিয়ে দৌড়ে পালাতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও ইডি আধিকারিকদের। সেদিন সেসময়ে ঘটনাস্থল থেকে ইডি আধিকারিকদের ল্যাপটপ খোয়া গিয়েছিল। সন্দেশখালির সেই মামলার দ্রুত শুনানি চায় ইডি।

দুষ্কৃতী তাণ্ডবের প্রতিবাদে বাজার বন্ধ টিটাগড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দুষ্কৃতী তাণ্ডবের প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার বাজার বনধের ডাক দিয়েছিলেন টিটাগড় পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরানি বাজারের ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ, স্থানীয় দুষ্কৃতী রাহুল মাহাতো ও তার দলবল সোমবার রাতে তাণ্ডব চালিয়ে বাজারের নয়-দশটি সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে সেই দৃশ্য নজরে আসলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন পুরানী বাজারের ব্যবসায়ীরা। ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে তারা বাজার বনধের ডাক দেন। এদিকে উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খড়দা থানার পুলিশ। ব্যবসায়ী অজয় সাউ ও নন্দু পান্ডে জানান, তোলা না দেওয়ায় দু'বছর আগে স্থানীয় দুষ্কতী রাহুল মাহাতো ও তার দলবল বাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ীকে ছুরির আঘাত করেছিল। সেই ঘটনায় রাহুল গ্রেপ্তারও হয়েছিল। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য টাকা জোগাড় করে বাজারে ২৪ টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। তারা জানান, দেড় বছর জেলে থাকার পর সম্প্রতি রাহুল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ফের বড়সড় ঘটনা ঘটাবার জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা মাফিক রাহুল ও তার

দলবল সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো ভেঙে দিয়েছে বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। এদিকে ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা থাকায় পুরানী বাজারে খ ড়দা থানার পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলর সনু সাউ বলেন, 'বাজারের ব্যবসায়ীরা কষ্ট করে টাকা জোগাড় করে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েছে। কিন্তু কিছু অশুভ শক্তি রাতে তাণ্ডব চালিয়ে বেশ কয়েকটি সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে। তবে ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।' কাউন্সিলর আশ্বস্ত করেন, প্রশাসনের কাছে তারা দাবি রাখবেন, রাতে যাতে বাজারে পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা করা যায়।

বিজেপির নির্বাচনী কমিটিতে ঠাঁই হল না অভিনেতা মিঠুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বঙ্গ বিজেপি নির্বাচনী কমিটি তৈরি করেছে। এই তালিকায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রাক্তন বঙ্গ বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে অপর প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা, জন বার্লা, নাম রয়েছে অনেকেরই। তবে সেখানে নেই মিঠুন চক্রবর্তীর নাম। এমনকী বিশেষ আমন্ত্রিতের তালিকাতেও ঠাঁই হয়নি রুপোলি পর্দায় 'মহাগুরু' হিসেবে পরিচিত মিঠুনের নাম। সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও নাম রয়েছে সুভাষ সরকার, নিশীথ প্রামাণিক, শান্তনু ঠাকুর, জন বার্লা, রাহুল সিনহা, লকেট চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পল, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, দীপক বর্মন, অমিতাভ চক্রবর্তী, সতীশ ধন্দ, ফাল্গুনী পাত্রের নাম আছে সেখানে।

বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে আছেন সুনীল বনশল, মঙ্গল পাণ্ডে, অমিত মালব্য ও আশা লাকড়া রয়েছেন কমিটিতে। আর এই তালিকা সামনে আসার পর থেকেই বঙ্গ রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

এ প্রসঙ্গে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য এ নিয়ে কার্যতই মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, এটি তাঁদের একেবারেই অভ্যন্তরীণ বিষয়।

এদিকে এখন শুধু লোকসভা ভোটের দিন ঘোষণার অপেক্ষা। রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। বাংলায় জন্য বিজেপি, কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী কমিটিও ঘোষণা করে ফেলেছে।

প্রসঙ্গত, এক সময় তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। পরে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে বিজেপির সঙ্গে তাঁর পথচলা শুরু হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। একুশের ভোটে কলকাতা থেকে জেলা, সর্বত্র বিজেপির প্রচারের মুখ হয়ে উঠেছিলেন মিঠুন। ভোটপ্রচারে গিয়ে তাঁর একের পর এক হিট সিনেমার সংলাপে মাতিয়েছিলেন প্রচার মঞ্চ। এরপর বিজেপির রাজ্য কোর কমিটিতেও রাখা হয় তাঁকে। কিন্তু ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের মতো হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে বঙ্গ বিজেপির কমিটিতে ঠাঁই হল না মহাগুরুর।

নতুন প্রজন্মের শিক্ষার আশায় সরস্বতী প্রতিমা গড়ছেন শ্যামনগরের শিল্পী বাঘা

বিশ্বজিৎ নাথ, ব্যারাকপুর: পড়তে পারেননি তিনি। উচ্চ বিদ্যালযের গণ্ডি টপকাতে না পারার যন্ত্রনা এখ নও তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের কারও দশা যেন তাঁর মতো না হয়। তবে নতুন প্রজন্মের বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান অর্জনের আশায় ইদানিং বেশিমাত্রায় বাগদেবী সরস্বতী প্রতিমা গড়ে চলেছেন শ্যামনগর ফিডার রোড টালিখোলার বাসিন্দা বাঘাযতীন সরকার। যদি বৃহত্তর শ্যামনগর অঞ্চলে তিনি 'শিল্পী বাঘা'নামেই বেশি পরিচিত।

হাতেগোনা মাত্র আর কয়েকটা দিন। তারপরই বাগদেবী সরস্বতীর পুজো। স্কুল-কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ঘরে ঘরে বাগদেবী আরাধনার প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। জোরকদমে প্রতিমা গড়ছেন মৃৎ শিল্পীরাও। এখন শেষ মুহূর্তে তুলির টানে ব্যস্ত শিল্পীরা। যদিও শিল্পী বাঘার চিন্তাধারা সকলের থেকে একটু আলাদা। দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ-সহ নানান দেব-দেবীর মূর্তি গড়লেও, সরস্বতী প্রতিমা গড়ার প্রতি বাঘার ঝোঁক বেশি। কারণ একটাই। নিজে

যেহেতু উচ্চ বিদ্যালয়ের গন্ডি পার হতে পারেননি, তাই মেধা অর্জন না করার বেদনা এখনও তাঁর মনে গেঁথে আছে।

শিল্পী বাঘা জানান, তিনি ৩০ বছর ধরে প্রতিমা গড়ছেন। প্রতিমা গড়া উপার্জনেই স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে ভালোই আছেন। কিন্তু দুঃখ একটাই, নানাবিধ কারনে উচ্চ বিদ্যালয়ের গন্ডি তিনি টপকাতে পারেননি। শিল্পী বাঘা চান, নতুন প্রজন্ম যাতে তাঁর হাতে গড়া প্রতিমা পুজো করে বিদ্যা-বুদ্ধি অর্জন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। এবারে বাঘার ভালোই বায়না মিলেছে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আবহাওয়া। শিল্পী বাঘার কথায়, মেঘলা আকাশ গড়া প্রতিমা শুকোতে তাঁর হিমশিম খেতে হচ্ছে। শিল্পীর পড়শি শিবু সরকার বলেন, 'শিক্ষা ক্ষেত্রে নিজে যেহেতু বেশি দূর এগোতে পারেননি, শিল্পীর তাই ইচ্ছে, বর্তমান প্রজন্ম তার হাতে গড়া প্রতিমা যাতে পুজো করে বিদ্যা-বুদ্ধি লাভের পাশাপাশি সমস্ত কাজে সাফল্য অর্জন করুক। তাই অন্যান্য মূর্তি গড়ার চেয়ে বাগদেবীর মূর্তি বানানোর প্রতি ওনার ঝোঁক বেড়েছে।'

এক ধাক্কায় ৩ ডিগ্রি বাড়ল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে বসন্ত এখ নও আসেনি। কিন্তু মধ্য মাঘে শীত পাততাড়ি গোটানোয়, মালুম হচ্ছে বসন্ত এসে গেছে।

একরাতে কলকাতায় তাপমাত্রা লাফিয়ে বেড়েছে ৩ ডিগ্রি।মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮ থেকে বেড়ে ২১ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে। কলকাতার হাওয়া অফিসের তথ্য বলছে মঙ্গলবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ ডিগ্রি বেশি।

তবে এখনই শীত বিদায়ের কথা নিশ্চিত করে বলছে না আবহাওয়া দপ্তর। তবে নতুন করে বিশেষ ঠান্ডা পড়ার যে সম্ভাবনা নেই তা নিশ্চিত। ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখ পর্যন্ত তাপমাত্রা ওঠানামা করবে। সপ্তাহান্তে পারদ সামান্য নামতে পারে।

আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের।

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় সকালে কুয়াশা, দু-এক জায়গায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা। তবে বেলা বাড়লে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত তিন দিন তাপমাত্রা একই থাকবে। সপ্তাহের শেষে তা কিছুটা কমতে পারে।মঙ্গলবার দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তের গতি প্রসঙ্গে সিবিআই-এর মুখে সোনার কেল্লার প্রসঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে উঠে এল সোনার কেল্লা প্রসঙ্গ। কারণ, মাসের পর মাস ধরে চলছে নিয়োগ দুর্নীতির মামলা। বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট গ্রেপ্তার হয়েছেন, আবার অনেকে ছাড়াও পেয়ে গিয়েছেন। তদন্তের গতি নিয়ে বারবার বিভিন্ন এজলাসে ভর্ৎসনা মুখে পড়তে হচ্ছে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-কে। প্রশ্নের মুখে পড়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটও। তবে আশা ছাড়তে নারাজ তারা। অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হবে, এই আশ্বাস দিয়ে মঙ্গলবার নিজেদের জনপ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র 'ফেলুদা'র সঙ্গে তুলনা করল সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তরফ থেকে এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জানানো হয়, 'বারবার প্রশ্ন উঠছে এত দেরি কেন? আমরা বিশ্বাস করি প্রদোষ মিত্র সোনার কেল্লায় বারবার ঢুকতে বাধা পেয়েছিলেন। দেরি হলেও দোষীরা গ্রেপ্তার হয়।' অর্থাৎ, তাদের দাবি, বাধা যতই আসুক না কেন 'প্রদোষ মিত্তিরে'র মতো তারাও কিনারা তারা করবেনই।

এদিকে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এদিন হলফনামা জমা দিয়েছে সিবিআই। কীভাবে এই দুর্নীতি হয়েছে সেটা উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে। ইডি-ও এদিন আদালতে জানিয়েছে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার সূত্রে 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থার আরও কিছু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে ভর্ৎসনার সুরে বিচারপতি অমৃতা সিনহা এদিন প্রশ্ন তোলেন, চিহ্নিত করার পরেও এত দেরি কেন? বিচারপতি সিনহা তদন্তকারী সংস্থার উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা কি ভেবেছিলেন সব মসৃণ হবে?' এরই প্রত্যুত্তরে ইডির আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী বলেন, 'আমরা আরও সম্পত্তির হদিশ পেয়েছি। ভয়েস স্যাম্পেল করা হচ্ছে। আমরা মামলায় ফেঁসে যাচ্ছি। এর জন্যই দেরি হচ্ছে। পরের শুনানিতে রিপোর্ট দেওয়া হবে। বোর্ড জানিয়েছিল ৯৪ জনকে নেওয়া হয়েছিল প্যানেলের বাইরে থেকে। বোর্ডের অনুমতি ছাড়া কে কত নম্বর পেয়েছে তা বলা যাবে কিনা এখনই মন্তব্য করা সম্ভব নয়। ৯৪ জনের চাকরি বাতিল করলেও সেখানে নতুন করে কাউকে নিয়োগ সম্ভব নয়। কারণ প্যানেল আগেই হয়ে গিয়েছে। পরে ওই প্যানেল অনুযায়ী কিছু করা যায় না।' এদিকে সিবিআই-এর আইনজীবী এই প্রসঙ্গেই তুলে ধরেন সোনার কেল্লার প্রসঙ্গ। যা শুনে বিচারপতি সিনহা

বলেন, 'আশা করা যায়, সিবিআই একদিন গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।'

এদিকে বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম এদিন দাবি করেন, প্যানেল প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও যাঁরা পরীক্ষার্থী ছিলেন, তাঁদের নম্বর প্রকাশ করা হোক। অন্যদিকে, বোর্ডের আইনজীবী সুবীর স্যানাল জানান, বোর্ড জানিয়েছিল ৯৪ জনকে নেওয়া হয়েছিল প্যানেলের বাইরে থেকে, বোর্ডের অনুমতি ছাড়া কে কত নম্বর সেটা বলা যাবে কি না জানা নেই। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, ৯৪ জনের চাকরি বাতিল হলেও সেখানে নতুন করে কাউকে নিয়োগ সম্ভব নয়, কারণ প্যানেল আগেই হয়ে গেছে। পরে ওই প্যানেল অনুযায়ী কিছু করা যায় না।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই মামলার পরবর্তী শুনানি হতে চলেছে ১২ মার্চ। উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একের পর এক তথ্য সামনে এসেছে। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। এরপর থেকে আপাতত তিনি সংশোধনাগারেই। পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

নিজস্বী-গ্রস্ত মানুষেরা নিজেকে দৃশ্যপণ্যে পরিণত করছেন কি?

সেলফি অর্থাৎ নিজস্বী যে ভাবে জাল বিস্তার করেছে, তা অবাক করে। মানুষ যে ভাবে পারছে সেলফি নিতে ব্যস্ত। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, জলে ভেসে, খাদে পড়ে যেতে যেতে ছবি তুলছে। কিছু কিছু সময় তো এমন খবরও পাওয়া যায় যে, রেললাইনে সেলফি তুলতে গিয়ে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে। নিজেকে নিয়ে এমনই মত্ততা। নিজেকে দেখার এবং দেখানোর এই প্রবণতার মূল কারণটা কিন্তু সেলফির ক্যামেরা, অর্থাৎ মোবাইলের ফ্রন্ট ক্যামেরা, যা প্রথম বাজারে আসে বছর কুড়ি-বাইশ আগে। তার এক দশকের মধ্যে তো সবার মুখে মুখে শুধুই সেলফি। শেষে এই শব্দটি অক্সফোর্ড অভিধানের অন্তর্ভুক্তও করা হয়। ইন্টারনেট-নির্ভর এই দৃশ্যকেন্দ্রিকতা এখন এতই ছড়িয়েছে যে, বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে নিজের রূপ এবং পারিপার্শ্বিক ছড়িয়ে দিতে আমরা সদাব্যস্ত। কোথাও ঘুরতে গিয়ে, কোথাও খেতে গিয়ে, খাওয়া-বেড়ানো ভুলে মানুষ শুধুই সেলফি তোলে। আশ্চর্য এই যে, এত সেলফি তোলা হয়, তার সব ছবি কি আমরা সমাজমাধ্যমে দিয়ে থাকি? সম্ভবত না। মাত্র দু’-একটিই দেওয়া হয়। বাকিগুলো মোবাইলে থেকে যায়, পরে যখন আর জায়গা থাকে না তখন ডিলিট করে দেওয়া হয়। লেখক অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন যে, যাঁরা এই ছবিগুলো তুলছেন, তাঁরা হয়তো সে কাজে দক্ষও নন। কিন্তু এই ফ্রন্ট ক্যামেরা আসার ফলে, ছবি তোলায় পারদর্শী আর অ-পারদর্শীর তফাত ঘুচে গেছে। এখন মানুষ ভাল ছবির জন্য নয়, যেমন-তেমন একটা ছবি তুলে তাকে পোস্ট করতে পারলেই খুশি। এবং মোবাইল বিক্রেতারা সে কথা বিলক্ষণ জানেন বলেই, এখন নতুন মোবাইল ফোনের বিজ্ঞাপনেও সবার আগে লেখা হয়, কত ভাল ছবি বিনা আয়াসে উঠবে, তার বিবরণ। মনে আছে, ছোটবেলায় বেড়াতে গিয়ে কোডাক ক্যামেরায় ছবি তোলা হত। তার পর বাড়ি ফিরে বেশ কিছু দিন পর ছবি পাওয়া যেত। সেই যে ফিরে আসা আর ছবি হাতে পাওয়ার মধ্যে একটা সময়ের ব্যবধান, তখন নানা রকম চিন্তা চলত মাথায়। কেমন এল ছবিগুলো? একটা চাপা উত্তেজনা। এখন আর তা নেই। এখন বেড়াতে গিয়ে নিজের মতো ছবি তুলে, পছন্দ না হলে সেই ছবি আবার ডিলিট করে দিয়ে, নতুন ছবি তোলা যায়। সেই জন্যেই প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে শুধু ছবি উঠে চলে। নিজস্বী-গ্রস্ত মানুষেরা নিজেকে দৃশ্যপণ্যে পরিণত করে ফেলেছেন। আর তাই তাঁরা সর্বদা ব্যস্ত নিজেকে বিতরণে। এক মুহূর্ত মোবাইল ছেড়ে থাকার উপায় আছে কি তাঁদের?

জন্মদিন

আজকের দিন

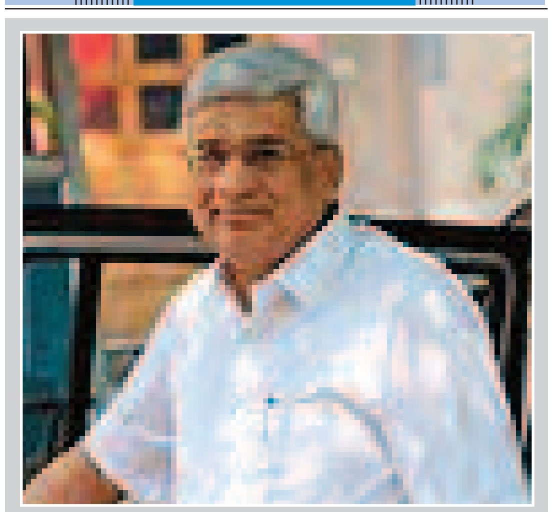

প্রকাশ কারাত

১৯০৭ বিশিষ্ট লেখক বিধায়ক চক্রবর্তীর জন্মদিন।
১৯৩৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুজিতকুমারের জন্মদিন।
১৯৪৮ বিশিষ্ট বামপন্থী রাজনীতিবিদ প্রকাশ কারাতের জন্মদিন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুশো বছর

বাংলার প্রথম আন্তর্জাতিক কবিকণ্ঠ আজও রোল মডেল!

স্বপনকুমার মণ্ডল

মাইকেল মধুসূদন দত্তের(১৮২৪-১৮৭৩) মৃত্যুর পর ‘বঙ্গদর্শন’ (ভাদ্র ১২৮০) পত্রিকায় কবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুপবন বইতে দেখে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়ে তাতে লিখতে বলেছেন ‘শ্রীমধুসূদন’। উনিশ শতকের বাংলা নবজাগরণের প্রভাবে প্রস্ফুটিত বাংলা সাহিত্যের পরিচয়ে সাহিত্যসম্রাট সেদিন যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলা সাহিত্য যে ইতিপূর্বে উৎকর্ষমুখর বনেদিয়ানা লাভ করেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে তা নিয়ে কোনোরকম সন্দেহ ছিল না বলেই তাঁর এরূপ মনোভাব স্বতস্ফূর্ত ভাবে বেরিয়ে এসেছে। সেখানে বাংলায় কবি জয়দেবের পরেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) নাম করেছেন সাহিত্যসম্রাট। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক যোগসূত্র রক্ষা করে মধুকবির অসাধারণ বিস্তার আরও বেশি মহিমাঅন্বিত করেছে বাঙালিকে। আসলে বাংলার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন হলেও বাঙালির মননের নির্বিরোধ চলন খুবে বেশি দিনের কথা নয়। সাহিত্যকে সেই মননের চলনে প্রতীয়মান করলেই বিষয়টি সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। চর্যার সূচনায় ‘চঞ্চল চীএ’-এর কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। অথচ সেই চঞ্চল চিত্তটি ধর্মীয় বিত্তে বৃত্তাকারেই আবর্তিত থেকেছে সুদীর্ঘকাল। সেখানে শুধু বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগেরই নয়, তার মধ্যযুগের বহুমুখী সাহিত্যশাখাতেও সেই চঞ্চলা প্রকৃতির সবুজ বাতায়নে সুদূরের পিয়াসীর হাতছানি উপেক্ষিত হয়েছে। আসলে যেখানে চিত্তরঞ্জন ও চিত্তপ্রসাদের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে ওঠে না, যেখানে চিত্তকে জয় করার মধ্যে জীবনধারণের বার্তাই প্রকট হয়ে ওঠে, সেখানে চিত্তের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণতাবোধ কাটিয়ে ওঠা দুরূহ। এজন্য দেবনির্ভর প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সমাজ বা গোষ্ঠীগত চেতনার মধ্যে ক্রমশ ব্যক্তিজীবনের অস্তিত্ব নানাভাবে পরিব্যাপ্ত হলেও তাতে জীবনতৃষ্ণা মূর্ত হয়ে ওঠার অবকাশ পায়নি। সেখানে নিয়তিতাড়িত জীবনকে কেন্দ্র করেই তা আবর্তিত। শুধু তাই নয়, যেখানে মানবিক আবেদন (‘সবার উপর মানুষ সত্য’) বিঘোষিত হওয়ার অপেক্ষায় তৃষ্ণাতুর, সেখানে ‘আমি সত্য’র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ আপনাতেই ব্রাত্য হয়ে পড়ে। জীবন বাঁচানোই যেখানে উপজীব্য হয়ে ওঠে, সেখানে তার চিত্তের সম্প্রসারণ অপ্রত্যাশিত মনে হয়। জীবনরসিক কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীও সেখানে প্রতিকূল জীবনচিত্রের পাশে চিত্তজয়ী প্রকৃতিকে সবুজ করে তুলতে পারেননি। অন্যদিকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সোপানবাহী তথা মধ্যযুগের আধুনিক মননশীল কবি ভারতচন্দ্র ‘যাবনী মিশাল’ দিয়েও চিত্তের প্রসার ঘটাতে পারেননি। সেখানে জীবনের পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠলেও তার চিত্তশীলতা যাপনপ্রকৃতির মধ্যেই আবর্তিত। আসলে জীবন মানে তো শুধু প্রাণে বাঁচা নয়, তার সমৃদ্ধি লাভ করে মনে আর মানের উৎকর্ষে। সেই মানের উচ্চতা ও মনের প্রসারতা বাঙালিজীবনে তখনও অধরামাধুরী। শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার সূচনাতেও তার আবেদন মূর্ত হতে পারেনি। এজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্য। মধুকরের ন্যায় তিনি দেশে-বিদেশের মধু সঞ্চয় করে বাংলা সাহিত্যে প্রথম আন্তর্জাতিক আস্বাদ বয়ে আনেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সচেতন প্রয়াসেই তা সম্ভব হয়েছে। সেদিক থেকে তাঁর ‘মাইকেল’ হওয়াটা তাঁকে বাঙালিসমাজে ব্রাত্য করে তুললেও বাংলা সাহিত্যের বুনিয়াদকে যে বনেদি করে তুলেছে, তা তাঁর এক ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ই(১৮৬১, ১৮৬২) প্রতীয়মান। অন্যদিকে উনিশ শতকে কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরণের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সোপানে সেই চিত্তের প্রসারণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এজন্য অবশ্য বাঙালি মননের সক্রিয়তার অভাবকে সম্পূর্ণ দায়ী করা চলে না। কেননা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই যে বাংলা সাহিত্যের অভিমুখ সম্পূর্ণত আন্তর্জাতিক হয়ে উঠল, তাও না। বিষয়টি সেদিক থেকে বিশ্লেষণের দাবি জানায়।

বাঙালির বিত্তের অভাব থাকলেও চিত্তে সে শুধু বনেদি নয়, অভিজাতও বটে। চিত্তশালী বাঙালি তার স্বভাবে বিত্তের দাস হওয়ার বাতিককে অত্যন্ত সহজেই পরিহার করতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, তার ঘরকুণো প্রকৃতির মধ্যেও ভাববিলাসী চিত্তটির আশুতোষ প্রকৃতিটি অত্যন্ত সতেজ ও সজীব ছিল। আধুনিক পরিসরেও অণুকরণপ্রিয় বাঙালির মধ্যে পাশ্চাত্য বণিকদের ব্যবসাবৃত্তিকে আত্মস্থ করার সদিচ্ছা সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে চাঁদবেনে কিংবা ধনপতির বাণিজ্যযাত্রাও নিস্তরঙ্গ বাঙালিজীবনে সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সেক্ষেত্রে ধনের প্রাচুর্য বৃদ্ধিতে আধিপত্য বিস্তারের প্রতি বাঙালিমানস চিরকালই উদাসীন থেকেছে। অথচ মননচর্চায় ও মননের মধু আহরণে স্বভাবজয়ী বাঙালির চিত্তের গতিশীল অভিমুখ অনায়াসেই আধুনিকতার পরশকে আত্মস্থ করায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, সেখানে বণিক হওয়ার বাসনা তীব্র না হলেও সাহেব হওয়ার কল্পনা নিবিড়তা লাভ করেছে। সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোয় বাঙালিচিত্তের প্রসারণ ঘটেছিল অতিদ্রুততায়। সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটতে সময় লেগেছে ঠিকই, কিন্তু তাতেও তার চিত্তের স্বকীয়তা প্রতীয়মান। আসলে বাঙালির স্বকীয়তায় তার মননের আভিজাত্যবোধ অত্যন্ত প্রকট ও স্বভাবজ। এজন্য তার স্বজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রীতিজাত ভাষিক অস্তিত্ব কখনই তাকে হীনমন্যতাবোধে ব্রাত্য করে তোলেনি, কিংবা, ভাষান্তরে বিপথে চালিত করেনি। শুধু তাই নয়, বাঙালি তার স্বভাবসিদ্ধ মননের প্রতি বরাবরই শ্রদ্ধাশীল থেকেছে। এজন্য চিত্তের প্রসারণে যেমন ডানা মেলে দিতেও তার দ্বিধাবোধ হয়নি, তেমনই তার সংকোচনেও জড়তা জেগে ওঠেনি। সেখানে বাঙালিত্বের গরিমা আপনাতেই ভাস্বর। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যেই তা প্রতিভাত ও প্রতিপন্ন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যেই খাঁটি বাঙালি কবির পরিচয়ের কথা সপ্রশংস ব্যক্ত করেছেন। আবার তাঁর প্রয়োজনও ফুরিয়েছে বলে তাঁর অভিমত। অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষার সোপানে গড়ে তোলা আধুনিক মননের সক্রিয়তার অবকাশে যেখানে রক্ষণশীলতা বনাম প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে, সেখানে চিত্তের পক্ষবিস্তার সীমাবদ্ধ মনে হয়। আসলে স্বদেশের ভাবনাই যখন দানা বাঁধে না, সেখানে দেশান্তরের চেতনা আপনাতেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। অথচ তারপরেও বাঙালিচিত্ত দেশান্তরের অভিমুখে অভিযান করেছে। রাজা রামমোহন রায় সেই অভিযাত্রী। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী- স্বাধীনতার পতাকা তাঁকে শ্রদ্ধান্বিত করেছিল। অথচ বহু ভাষাবিদ হয়েও তাঁর পক্ষে সাহিত্যে আন্তর্জাতিকতার আবহ বয়ে আনার অবকাশ ছিল না। সেই অবকাশে মাইকেল মধুসূদন দত্তই বাংলা সাহিত্যে আন্তর্জাতিকতার আবহই শুধু বয়ে আনেননি, তার ভিতেই তাঁর সৃষ্টিকৌশল নবদিগন্তের সূচনা করেছে। সেখানে তাঁর সনেট, অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে গীতিকবিতার সোপানই শুধু প্রস্তুত হয়নি, আন্তর্জাতিক আকুতি থেকে তার চেতনার আলোও বিস্তার লাভ করেছে।

উনিশ শতকীয় নবজাগরণের আলোয় বাংলা সাহিত্যের আকাশে আধুনিকতার বর্ণরঙিন পরিসরটি অত্যন্ত সচেতনভাবেই গড়ে তোলায় ব্রতী হয়েছিলেন মধুসূদন। সেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে তাঁর ভূমিকাটি শুধু পথিকৃতের আভিজাত্যে নিঃস্ব হয়ে পড়ে না, বরং উৎকর্ষবিধায়ক আলোকিত পরিসরে নবচেতনার দ্বার উন্মুক্ত করে তোলে। সেক্ষেত্রে মধুসূদন শুধু পাশ্চাত্য ভাবনায় ভাবিত হয়ে শুধুমাত্র তাঁর বিষয়গৌরবেই গৌরবান্বিত হতে চাননি, তার আঙ্গিকসৌষ্ঠবেও বনেদি হতে চেয়েছিলেন। সেখানে পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষাতেও তাঁর অদম্য প্রয়াস বিস্ময়কর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মধুসূদনই প্রথম বাংলায় গ্রীক ভাষাচর্চা করেছিলেন তাঁর ‘পদ্মাবতী’(১৮৬০) নাটকে যেমন প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন, তেমনই তাতে গ্রীকপুরাণের কাহিনি অবলম্বিত হয়েছে। আর তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অপূর্ব সমন্বয়ে প্রস্তুত ‘মেঘনাদবধ কাব্য’টিতে সেই গ্রীকপুরাণের হাতছানির নিবিড়তার কথা তিনি রাজনারায়ণ বসুকে অকপটে জানিয়েছেন ‘It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own — in the present poem– I mean to give free scope to my inventing power (such as they) and to borrow as little as I can from Valmiki.’ শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে মধুসূদন গ্রীকের কাহিনির চেয়ে গ্রীকের মতো লিখতে চেয়েছিলেন, ‘I shall not borrow Greek stories but write– rather try to write– as a Greek would have done.’ মধুসূদনের সদম্ভ প্রকৃতির মধ্যে যেমন তাঁর সহজাত প্রতিভার চারিত্রিক বিশেষত্ব বর্তমান, তেমনই তাতে আন্তর্জাতিক মননের উৎকর্ষও বিদ্যমান। অন্যদিকে মননের স্বকীয় আভিজাত্যে মধুসূদনের স্বাধীন প্রকৃতির সবুজ বাতায়নই তাঁকে প্রগতিশীল পাশ্চাত্য মানসপ্রকৃতির আধুনিকতাবোধে সক্রিয় করেছিল। সেখানে তাঁর আদর্শ কবি মিল্টনের ‘Paradise Lost’-এর শয়তানের স্বাধীনতাবোধও তাঁর মাধ্যমে উচ্চকিত হয়েছে। ‘Better to reign in hell than to serve in heaven’এর প্রতিধ্বনি মধুসূদন তাঁর সেই মহাকাব্যে কত ভাবেই না ব্যক্ত করেছেন। স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়, পর ধর্ম ভয়াবহ’র বার্তা তাঁর প্রিয় নায়ক মেঘনাদের মাধ্যমে নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে। রাবণের সংসর্গ ছেড়ে ‘রাবণের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী’ তথা ‘ধর্মপথগামী’ রাবণ-অনুজ বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের তীব্র ভৎর্সনা ধ্বনিত হয়েছে, ‘শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি / পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি/ নির্গুণ স্বজন শ্রেয়, পরঃ পরঃ সদা!’ সেখানে বাল্মীকি-রামায়ণের উক্তি মেঘনাদের কণ্ঠ থেকে নিসৃত হলেও তার মধ্যে মিল্টনীয় উচ্চারণ প্রতিধবনিত হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিকতা যেমন উদারতার হাতছানি বয়ে আনে, তেমনই আত্মসম্মানবোধে সক্রিয় করে। কেননা পারস্পরিক সম্মানবোধের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক পরিসরটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এজন্য নিজেদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের সোপান প্রস্তুতেই সহায়ক হয়ে ওঠে না, সেইসঙ্গে মানবিক দায়বদ্ধতায় উদার আকাশের হাতছানিও বয়ে আনে। সেদিক থেকে ‘বিধর্মী’ মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে স্বাজাত্যবোধের মাধ্যমে স্বধর্মের আদর্শে প্রাণিত করতে চেয়েছিলেন, তা শুধু তাঁর স্বকীয় প্রকৃতিকেই আভিজাত্য প্রদান করে না, সেইসঙ্গে অন্তর্জাতবোধকেও সক্রিয় করে তোলে। সেখানে দেব-দৈত্য থেকে প্রভু-দাসের আপাতিক সমীকরণটিই রূপান্তরিত হয়ে মানবিক অস্তিত্বে উৎকর্ষমুখর মনে হয়। তাতে অস্তিত্বের সোপান বেয়ে মননবিশ্বে আত্মসচেতনতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আবেদনটিও মূর্ত হয়ে ওঠে। শ্রেষ্ঠত্ববোধে মানবিক মূল্যবোধ সেখানে গতি লাভ করে। আর সেই গতি বাংলা সাহিত্যের প্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

অন্যদিকে বাঙালি ধনে ধনী না হলেও মনে বনেদি। সেক্ষেত্রে সাহিত্যে তার স্ববাক্ মূর্তিটিকে প্রতিমায় রূপান্তর করে শ্রদ্ধা নিবেদন করাটা ছিল সময়ের অপেক্ষামাত্র। অথচ তার জন্য প্রয়োজন তা আত্মস্থ করা। মধুসূদন তা পেরেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে আন্তর্জাতিক মননের সংযোগটি রক্ষা করা সহজসাধ্য হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই আন্তর্জাতিক পরিসরটিকে বাংলায় আপন করে যাপন করেছেন। অন্যদিকে সে সময় বাঙালিমানসে শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো প্রতিফলিত হলেও তার মননের অভিমুখটি ছিল তখনও স্বদেশি। স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক মননকে আত্মস্থ করার শক্তি ও প্রতিভা এবং সদিচ্ছার অভাবে অনেকেই মধুসূদনের মতো সফলকাম হতে পারেননি। অন্যদিকে বাঙালির স্বকীয়তায় চিত্তের প্রসারণ ঘটলেও তার আভিজাত্যবোধে তা আপনার স্বরচিত বৃত্তে আবর্তিত হয়েছে। মধুসূদন পোশাকে সাহেব হলেও মনে আজীবন বাঙালিই ছিলেন। মনের এই স্বকীয়তা বাঙালির সহজাত। বঙ্কিমচন্দ্রও মননে আন্তর্জাতিক হয়েছিলেন। অথচ তিনি আবার তাঁর স্বরচিত বৃত্তেই ফিরে এসেছেন। শিল্পী বঙ্কিমের চেয়ে সেখানে নীতিবাগীশ বঙ্কিমের পরিচয় প্রকট হয়ে উঠেছে। আসলে এঁরা আনর্জাতিক ছাঁচটিকে ব্যবহার করেছেন মাত্র, অনুকরণ বা অনুসরণের নকলনবিশি করেননি। তার অন্তস্থিত সত্তাটিকে সাজিয়েছেন নিজের মতো। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ তো দেশীয় সত্তার মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিসরকে মিলিয়ে দিয়েছেন। ‘হে মোর চিত্ত’-এর ‘দিবে আর নিবে মিলিবে মেলাবে’র আহ্বানে কবিগুরু বাঙালিচিত্তের অসীম বিস্তারকে অমোঘ করে তোলেন। তাঁর ‘নব মহাভারত’ (প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রসাহিত্যকে এভাবে অভিহিত করেছেন।) সাহিত্যে আবিশ্ব প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অন্যদিকে এজন্য তাঁকে আন্তর্জাতিক মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। অথচ তাঁকে বিরোধিতার নামান্তরে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বিদেশি সাহিত্যের অভিমুখে কল্লোলীয় অভিজাত্রায় বাংলা সাহিত্যে আন্তর্জাতিক পরিসর উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় আন্তর্জাতিক পরিসরকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। কল্লোলীয় সাহিত্যের অভিমুখ আন্তর্জাতিক হলেও তার আবেদন কতখানি আন্তর্জাতিকতা সম্পন্ন হয়ে উঠেছে, তা নিয়ে বিতর্ক বর্তমান। তবে বাংলা সাহিত্যের অভিমুখটি যে কল্লোলীয়দের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতায় সামিল হয়েছে, তা অনস্বীকার্য। অন্যদিকে যা মধুসূদনে প্রতিফলিত হয়েছে, তাই রবীন্দ্রনাথে অভ্যন্তরীণ পূর্ণপ্রতিফলন ঘটেছে। সেদিক থেকে কল্লোলীয় সাহিত্যে সেই আন্তর্জাতিক মননটি তার অভিমুখের সামনে অবিকল্প হয়ে ওঠে। কেননা সেখানে ‘পথ রুধি’ রবীন্দ্র ঠাকুর’। স্বাভাবিক ভাবেই আন্তর্জাতিক আবহে বাংলা সাহিত্য তাতে নতুন মাত্রা লাভ করে। দেশ থেকে দেশান্তরে তার অভিজাত্রা, সীমাথেকে অসীমে তার হাতছানি। সেখানে মধুসূদনের কবিকণ্ঠই যে সেই যাত্রার আগমনীকে সূচিত করেছিল, তাও সহজে অনুমেয়। এবছর তাঁর জন্মের দুশো বছর পূর্তিতে সেই আন্তর্জাতিক কবিকণ্ঠই আমাদের হাতছানি দিয়ে চলেছে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

বাঙালির বিত্তের অভাব থাকলেও চিত্তে সে শুধু বনেদি নয়, অভিজাতও বটে। চিত্তশালী বাঙালি তার স্বভাবে বিত্তের দাস হওয়ার বাতিককে অত্যন্ত সহজেই পরিহার করতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, তার ঘরকুণো প্রকৃতির মধ্যেও ভাববিলাসী চিত্তটির আশুতোষ প্রকৃতিটি অত্যন্ত সতেজ ও সজীব ছিল। আধুনিক পরিসরেও অণুকরণপ্রিয় বাঙালির মধ্যে পাশ্চাত্য বণিকদের ব্যবসাবৃত্তিকে আত্মস্থ করার সদিচ্ছা সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে চাঁদবেনে কিংবা ধনপতির বাণিজ্যযাত্রাও নিস্তরঙ্গ বাঙালিজীবনে সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সেক্ষেত্রে ধনের প্রাচুর্য বৃদ্ধিতে আধিপত্য বিস্তারের প্রতি বাঙালিমানস চিরকালই উদাসীন থেকেছে। অথচ মননচর্চায় ও মননের মধু আহরণে স্বভাবজয়ী বাঙালির চিত্তের গতিশীল অভিমুখ অনায়াসেই আধুনিকতার পরশকে আত্মস্থ করায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, সেখানে বণিক হওয়ার বাসনা তীব্র না হলেও সাহেব হওয়ার কল্পনা নিবিড়তা লাভ করেছে। সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোয় বাঙালিচিত্তের প্রসারণ ঘটেছিল অতিদ্রুততায়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ, চক্রান্তের দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ তুলে বিডিওর দ্বারস্থ স্বনির্ভর দলের সংঘ নেত্রীরা, পালটা রাজনৈতিক চক্রান্তের অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের। রাজনৈতিক তরজা, অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস প্রশাসনের।

বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের তেঘরি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করে বিজেপি। এরপর থেকেই স্থানীয় স্বনির্ভর দলগুলির পরিচালক সংঘের সঙ্গে কার্যত সংঘাত শুরু হয় গ্রাম পঞ্চায়েতের। সংঘের নেত্রীদের দাবি, সম্প্রতি স্বনির্ভর দলগুলির একটি প্রশিক্ষণ শিবিরকে ঘিরে পরিস্থিতি চরমে ওঠে। সংঘের নেত্রীরা সম্প্রতি ছাতনা ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে লিখিত অভিযোগ জানান গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী সুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে।

সংঘ নেত্রীদের দাবি, স্বনির্ভর দলগুলি পরিচালনা করার প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছেন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী। কিছুক্ষেত্রে সংঘ নেত্রীদের কুকথাও বলছেন তিনি। আগামী দিনে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে বিডিওর কাছে সেই আবেদন জানিয়েছেন সংঘ নেত্রীরা। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে গোটা ঘটনাটিকে রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে দাবি করেছেন বিজেপি পরিচালিত ওই পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান।

তাঁদের দাবি, সংঘর কাজের সঙ্গে পঞ্চায়েতের কোনও সম্পর্ক নেই। অভিযোগকারী সংঘ নেত্রী তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্য। রাজনৈতিক কারণে তাঁদের হেনস্থা করতেই এই মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর স্বামীর ভূমিকা নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন। ছাতনা ব্লক প্রশাসন সংঘ নেত্রীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

খুনের অভিযোগে আটক অষ্টম শ্রেণির ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: আবাসিক স্কুলে নাবালককে মাথা থেঁতলে খুনের অভিযোগে আটক অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। প্রথমে তাকে পুরুলিয়ার শিমুলিয়া আনন্দমঠ জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের কাছে পেশ করা হয়। পরে সেখান থেকে হুগলির কল্যাণ ভারতী হোম পাঠানো হয়। হস্টেলের বন্দি দশা থেকে মুক্তি পেতে এই খুনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে ওই কিশোর, এমনই তথ্য প্রাথমিক তদন্তে উঠেছে এসেছে পুলিশের কাছে।

প্রসঙ্গত, ছাত্র মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে ৩০ জানুয়ারি পুরুলিয়ার মানবাজার থানার জবলা এলাকার ঘাসতোড়িয়া সারদা শিশু মন্দির আবাসিক স্কুলে। মৃত শিশুর নাম সুদীপ মাহাত (৬)। প্রথম শ্রেণির ছাত্র ছিল সে। ঘটনায় ৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার মানবাজার থানার পুলিশের হাতে আটক অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ওই বিদ্যালয়েরই এক পড়ুয়া।

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসিতে। মৃত সাইকেল আরোহীর নাম রবিউল মোল্লা বয়স ৫৫ বছর। বাড়ি গলসি থানার অন্তর্গত বৈনদুটিয়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে গলসি থানার অন্তর্গত আদ্রাহাটি এলাকার দিকে বাজার করতে যাচ্ছিলেন ওই সাইকেল আরোহী। সেইসময় গোল্ডেন রাইসমিলের উলটো দিকে দমাদমা পুলের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই সাইকেল আরোহীর পিছনে ধাক্কা মারে একটি যাত্রীবাহী বাস। দুর্ঘটনার পরেই রাস্তায় পড়ে যান ওই সাইকেল আরোহী। তড়িঘড়ি তাঁকে আদ্রাহাটির সতিডাঙা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মা ও দাদাকে খুনের অভিযোগে ধৃত ভাই, বাধা দেওয়ায় আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বৃদ্ধা মা ও নিজের দাদাকে শাবল দিয়ে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার খাতড়া থানার জলডোবরা গ্রামে। বাধা দিতে গিয়ে শাবলের আঘাতে আহত হন ভাইঝি, বউদি ও দিদি। আহতদের খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বাঁকুড়ার খাতড়া থানার জলডোবরা গ্রামে গোপী বাউরির বাড়িতে প্রবল চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পান প্রতিবেশীরা। প্রতিবেশীদের দাবি, তাঁরা তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখেন বছর ষাটের লক্ষ্মী বাউরি ও তাঁর বড় ছেলে বছর চল্লিশের দেবু বাউরি মেঝেতে রক্তাক্ত ও মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। অন্যদিকে গুরুতর আহত অবস্থায় বাড়িতে পড়ে রয়েছেন দেবু বাডরির স্ত্রী মঙ্গলা বাউরি, তাঁর মেয়ে শিখা বাউরি ও দিদি খেপি বাউরি।

এরপর প্রতিবেশীরা খাতড়া থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দু'টি মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি আহতদের খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বাড়ি থেকেই মৃতা লক্ষ্মী বাউরির ছোট ছেলে গোপী বাউরিকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক ভাবে তদন্তকারীদের ধারণা, পারিবারিক বিবাদের জেরেই গোপী বাউরি নৃশংস ভাবে নিজের মা ও দাদাকে শাবল দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছেন। অভিযুক্ত গোপী বাউরির কঠোরতম শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার মানুষ।

সিউড়িতে জেলা প্রশাসন ভবনে বীরভূমের বিদায়ী জেলা শাসক বিধান রায়ের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিলেন পূর্ব বর্ধমানের বিদায়ী জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি।

পিডব্লিউডি-র জায়গা দখলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: জিটি রোডের পাশে পিডব্লিউডি-র জায়গা দখলের অভিযোগ বর্ধমানের মেমারির দেবীপুর এলাকায়। চাষিদের অভিযোগ, স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি জিটি রোডের পাশে পড়ে থাকা পিডব্লিউডি-র জায়গা জোরপূর্বক দখল করছেন এবং বেশ কিছু লোক সেই জায়গার ওপর বিল্ডিংও তৈরি করছেন এবং কেউ কেউ টাকার বিনিময়ে বিক্রিও করে দিচ্ছেন, এর ফলে জিটি রোডের পাশে পড়ে থাকা জায়গার পরে যে সকল চাষের জমি আছে সেখানে চাষ করতে সমস্যায় পড়ছেন এলাকার চাষিরা।

এই বিষয়ের স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে জানিয়েছেন এলাকার চাষিরা এবং চাষিদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরই বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বিষয়টি জানানো হয়েছে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। তাই সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে গাফিলতিরও অভিযোগ আনছেন এলাকার চাষিরা।

যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন এবং তাঁরা কোনও সরকারি অর্থাৎ পিডব্লিউডির জায়গা দখল করেননি, তারা ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পত্তি কিনেছেন এবং সেই কেনা জায়গার দলিল থেকে শুরু করে রেকর্ড পড়চা সবই আছে বলে দাবি করেন। তাঁদের দাবি, 'যদি সরকারি সম্পত্তি দখলই করতাম, তা হলে সরকার কি আমাদের ছেড়ে দিত? সরকারি সম্পত্তির কি কোনও রেজিস্ট্রি দলিল পড়চা করা যায়?'

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নিতাই ঘোষ জানান যে চাষীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরই ব্লকের সর্বময় কর্তাকে বিষয়টি লিখিত আকারে জানানো হয়েছে। এবং তিনি আশাবাদী যে বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

জাতিগত শংসাপত্র জালিয়াতির তদন্তে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জাতিগত শংসাপত্র জালিয়াতির তদন্তে নেমে ঝাড়গ্রামের বাছুরডোবায় ডব্লিউবিসিএস অফিসার শুভ্রাংশু মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। মঙ্গলবার সকালে প্রায় পঞ্চাশ জন সিআরপিএফ জওয়ান নিয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সাত জন আধিকারিকের একটি দল পৌঁছে যান ঝারগ্রাম মহকুমাশাসকের দপ্তরে কর্মরত আধিকারিক শুভ্রাংশু মণ্ডলের বাড়িতে। প্রথমেই তাঁর বাড়ি সিআরপিএফ জওয়ানরা ঘিরে ফেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান ঝাড়গ্রাম থানার আইসি। তিনি ইডি আধিকারিকদের কাছে জানতে চান তাঁদের কাছে কোনও সার্চ ওয়ারেন্ট রয়েছে কিনা। ইডি আধিকারিকরা আইসির সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলেন। এরপর প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা ধরে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চলে। বিকেল তিনটে নাগাদ শুভ্রাংশু মণ্ডলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তদন্তকারী আধিকারিকরা। জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশিতে কী তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা নিয়ে ইডি আধিকারিকরা মুখ খোলেননি।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মঙ্গলবার সকালে বেনাপুর রাজ্য সড়কের পাশ থেকে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই ব্যক্তিকে গলা কেটে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। জানা গিয়েছে, খড়গপুর গ্রামীণ থানার রায় কিশোরী এলাকায় বেনাপুর রাজ্য সড়কের পাশে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশের অনুমান, প্রথমে ওই ব্যক্তিকে গলা কেটে খুন করার পর মাথা থেঁতলে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি মদের বোতল এবং রক্তমাখা একটি বড় পাথর। মৃতের পকেট থেকে উদ্ধার হয়েছে কিছু পয়সা। মৃতদেহটি খড়গপুর গ্রামীণ থানায় নিয়ে আসা হয়। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ ভক্তি বৃক্ষ ট্রাস্ট
লালপুর, লালপুর আরবিসি রোড,
পো এবং থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১২২২

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, "শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ ভক্তি বৃক্ষ ট্রাস্ট"-পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেজিস্টার্ড বর্তমান অফিস লালপুর, লালপুর আর বি সি রোড, পো এবং থানা : চাকদহ,জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১২২২ থেকে নতুন রেজিস্টার্ড অফিস "রাধানগর,পো এবং থানা : সোনারপুর , জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৫০, পশ্চিমবঙ্গ" স্থানান্তর করা হয়েছে।
তারিখ : ০৭.০৪.২০২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।
স্থান : কলকাতা

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
বর্তমান ঠিকানা : ৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার বিল্ডিং
২য় মাইল সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১

সমন/নোটিশ
টি.এ. নং ৮৯৯-২০১৭ সালের
(ও.এ. নং ১৩২৪/২০১৪ থেকে)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
....আবেদনকারী
বনাম
অনির্বান চক্রবর্তী এবং অন্যান্য
.... বিবাদীগণ

প্রতি
অনির্বান চক্রবর্তী,
৩/২০/১, কে.কে. ব্যানার্জি রোড, গোরাবাজার, পো. এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১
আরও গোল্ডেন স্প্রিং, ফ্ল্যাট নং এ/৫, ১৮, নিরুপমা দেবী রোড, পো. এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১
আরও ১৬/এ/১, খটির বাজার লেন, মাহেশ, (শ্রীরামপুর), জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন - ৭১২২০২
২) শ্রীনা চক্রবর্তী, ১৮, নিরুপমা দেবী রোড, পো. এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১
আরও ১৬/এ/১, খটির বাজার লেন, মাহেশ, (শ্রীরামপুর), জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন - ৭১২২০২

যেহেতু সংশ্লিষ্ট আবেদন **ওএ নং ১৩২৪-২০১৪** সালের উক্তনাম্নী ব্যক্তিগণের সম্পর্কিত ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল ২, কলকাতা অধীনে ১৯৯৩ সালের রিকভারি অব ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপসি আইনের ১৯ ধারাধীনে নথিভুক্ত।
এবং যেহেতু উক্ত **ওএ নং ১৩২৪-২০১৪** সালের স্থানান্তরিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এই ট্রাইবুনালে পুনরায় সংখ্যায়িত হয়েছে **টিএ নং ৮৯৯-২০১৭** ডিআরটি-২ কলকাতা থেকে ডিআরটি শিলিগুড়িতে অধিক্ষেত্র পরিবর্তনের কারণে।
এবং যেহেতু আবেদনকারী ব্যাঙ্ক কর্তৃক আই.এ. নং ৩১৬-২০২৩ অনুযায়ী দাখিল কৃত উক্ত আবেদনের কারণ সংশোধনের জন্য এবং মহামান্য ট্রাইব্যুনাল অনুমতি দিয়েছে উক্ত আই.এ. উল্লেখ্য ০৪.০৮.২০২৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে।
আপনাদের ব্যক্তিগত বা আইনি ক্ষমতাপ্রদত্ত আইনজীবী বা যথাযথভাবে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে পরবর্তী শুনানি/প্রক্রিয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মামলায় **১২.০২.২০২৪** তারিখ সকাল ১০.৩০টায় বা অব্যবহিতভাবে ট্রাইবুনাল/রেজিস্ট্রার সমীপে।
আরও অবগত করা হচ্ছে যে, আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে সংশ্লিষ্ট আবেদনের আপনাদের অনুপস্থিতেই শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ **৫ জানুয়ারি ২০২৪।**

ট্রাইবুনালের আদেশক্রমে
স্বা/-
রেজিস্ট্রার/অ্যাসি.রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২৭.০২.২০২৪ তারিখে ৮১,২১,৩১৫.৫৯ টাকা** (একাশি লাখ একুশ হাজার তিনশ পনের টাকা এবং উনষাট পয়সা) **০৪.০২.২০২৪ অনুযায়ী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা **মেসার্স ক্রিয়েশন (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী : শ্রী জয় বিশ্বাস,** ৭১/০৪, এন এস রোড, শান্তিপুর, ওয়ার্ড নং ১১, নদিয়া, প.ব., পিন - ৭৪১ ৪০৪ কাছ থেকে সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) মেসার্স ক্রিয়েশন (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বা : শ্রী জয় বিশ্বাস ৭১/০৪, এন এস রোড, শান্তিপুর, ওয়ার্ড নং ১১, নদিয়া, পব, পিন র ৭৪১৪০৪ বন্ধকদাতা(গণ) : ১. শ্রী জয় বিশ্বাস, পিতা শ্রী গোরাচাঁদ বিশ্বাস, ২. শ্রী গোরাচাঁদ বিশ্বাস, পিতা প্রয়াত গোপীরঞ্জন বিশ্বাস; জামিনদাতা(গণ) ১. শ্রী গোরাচাঁদ বিশ্বাস, পিতা প্রয়াত গোপীরঞ্জন বিশ্বাস, ২. শ্রীমতি অয়ন্তিকা গোস্বামী, পিতা অলোকলাল গোস্বামী, সকলের ঠিকানা : ৪০, বেজপাড়া লেন, পো এবং থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পব, পিন : ৭৪১৪০৪। খ) শান্তিপুর শাখা	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন সম্পত্তি মৌজা : শান্তিপুর, জেএল নং ২২, খতিয়ান নং আরএস ১১৮, এলআর ৭০৩৬, ৭০৩৪, ৭০৩৫, ৭০৩৭, বর্তমান এলআর ২৩৮৬, প্লট নং ২১৮৪, এলআর ২০৮৩, জমির এরিয়া : ৪.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি- ভিটা, ওয়ার্ড নং ১৭, হোল্ডিং নং ৪০, বেজপাড়া লেন , শান্তিপুর পুরসভা অধীন, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪, পব, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং : ১-১৮৯৩/১৯৮১ তারিখ ০৯.০৬.১৯৮১ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শান্তিপুর, নদিয়া , বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩৩, পৃষ্ঠা ২২৭ থেকে ২৩২। **সম্পত্তি শ্রী গোরা চাঁদ বিশ্বাস,** পিতা শ্রী গোপীরঞ্জন বিশ্বাস এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : তপন বিশ্বাসের সম্পত্তি, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : মালিকের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি মৌজা : শান্তিপুর, জেএল নং ২২, খতিয়ান নং ৫৪০৬, ৭৩৪২, এলআর ৮৪০৮, বর্তমান এলআর ১৩২০৩, প্লট নং : আরএস ২১৮৬, এলআর ২০৮৬, জমির পরিমাণ : ২.৫০ ডেসিমেল, শ্রেণি : বাড়ি, ওয়ার্ড নং এস-১৭, এইচ-১৩, বেজপারা লেন, শান্তিপুর পুরসভা অধীন, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪, পব, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং : ১-১৩৭৭/২০০১ তারিখ ২৭.০৬.২০০১ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শান্তিপুর, নদিয়া, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৯, পৃষ্ঠা ৯৫ থেকে ১০০। **সম্পত্তি শ্রী জয় বিশ্বাস,** পিতা শ্রী গোরাচাঁদ বিশ্বাসের নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : সম্পূর্ণা ব্যানার্জির সম্পত্তি, পূর্বে : কার্তিক চন্দ্র নাহার সম্পত্তি, পশ্চিমে : প্রয়াত প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।	**৮১,২১,৩১৫.৫৯ টাকা** (একাশি লাখ একুশ হাজার তিনশ পনের টাকা এবং উনষাট পয়সা) টাকা **০৪.০২.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**সম্পত্তি - ১** ক) ৩২,৭০,০০০.০০ টাকা (*) (বত্রিশ লাখ সত্তর হাজার টাকা) খ) ৩,২৭,০০০.০০ টাকা (তিন লাখ সাতাশ হাজার টাকা) গ) ২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার টাকা) টাকা ঘ) IDIB301638715821 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত **সম্পত্তি - ২** ক) ৬,৭৫,০০০.০০ টাকা (*) (ছয় লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা) খ) ৬৮,০০০.০০ টাকা (আটষট্টি হাজার টাকা) গ) ২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার টাকা) টাকা ঘ) IDIB301638715822 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২৭.০২.২০২৪; সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "**১৮০০১০২৫০২৬**" এবং "**০১১-৪১১০ ৬১৩১**" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৫.০২.২০২৪
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

AGI GREENPAC
SOMANY IMPRESA GROUP

PAT 26%YoY ₹67 Cr.
EBITDA 36%YoY ₹153 Cr.
REVENUE 10%YoY ₹622 Cr.

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND PERIOD ENDED 31 DECEMBER 2023

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	3 months ended 31 December 2023	Corresponding 3 months ended 31 December 2022	Year to date figures for current period ended 31 December 2023	Year to date figures for corresponding period ended 31 December 2022	Year ended 31 March 2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	622.26	567.30	1,796.01	1,601.16	2,281.48
2	Net profit from ordinary activities before tax	90.92	69.08	250.69	171.17	304.04
3	Net profit from ordinary activities after tax	67.12	53.09	186.75	152.84	248.68
4	Net profit for the period after tax (after exceptional /extraordinary items)	67.12	53.09	186.75	152.84	261.63
5	Other comprehensive income/ (expenditure) (net of tax)	(0.03)	0.32	(0.05)	0.97	(13.22)
6	Total comprehensive income	67.09	53.41	186.70	153.81	248.41
7	Equity share capital	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94
8	Reserves (excluding revaluation reserve/business reconstruction reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year					1,344.56
9	Earning per share (before extraordinary items) (Continuing Operations) (of ₹ 2/- each) (not annualized)					
	(a) Basic (₹)	10.37	8.23	28.86	23.64	38.45
	(b) Diluted (₹)	10.37	8.23	28.86	23.64	38.45
10	Earning per share (after extraordinary items) (Discontinued Operations) (of ₹ 2/- each) (not annualized)					
	(a) Basic (₹)	-	(0.02)	0.00	(0.02)	1.99
	(b) Diluted (₹)	-	(0.02)	0.00	(0.02)	1.99

Notes:
(1) The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors have approved the above results and its release at their respective meetings held on 6 February 2024.
(2) The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and period ended 31 December 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and period ended 31 December 2023 is available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.agigreenpac.com".

Place : Gurugram
Date : 6 February, 2024
Sandip Somany
Chairman and Managing Director

Our Brands AGI glaspac | AGI PLASTEK | AGI CLOZURES

AGI GREENPAC LIMITED (FORMERLY KNOWN AS HSIL LIMITED)
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001, Tel: 033-22487407/5668
Website: www.agigreenpac.com | Email: hsilinvestors@hsilgroup.com | CIN : L51433WB1960PLC024539

SBI
এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড,
তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রীমতি শ্যামলী রাজভর এবং শ্রী গণেশ রাজভর,** ৬২, নেতাজি সুভাষ রোড, পো এবং থানা : বজ বজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৩৭, **আরও ঠিকানা :** হোল্ডিং নং ২৩১/১/বি,ধর্মতলা রোড, চৌরাস্তা অ্যাবে স্কুল এবং ব্রতী সংঘ পাঠাগার এর নিকট, কলকাতা : ৭০০১৩৭।	**তপশিল "সি" অংশ -১ :** দায়বদ্ধতার ধরন : সমপরিমাণ বন্ধকী **অংশ -২ : স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নংং ১৬, পৃষ্ঠা : ১১৩৯ থেকে ১১৫৪, দলিল নং : ০২৬৬৫ - ২০০৯ সালের, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস -এডিএসআর বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ **স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি শ্যামলী রাজভর** **প্রথম তপশিল উল্লিখিত সম্পত্তি সম্পর্কিত :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ১৫ ছটাক ১৪ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ কমবেশি ৬৪ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : গড়ভক্ত, নাদানপুর, পরগনা: বালিয়া,আরএস নং ৩৩, তৌজি নং ৩৫৩, জেএল নং : ৮, আরএস খতিয়ান নং ২০৭২, আরএস দাগ নং ১০২৭, এলআর দাগ নং ১৩১৮, বজ বজ পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ১১, থানা : বজ বজ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী প্রবীর দে, শ্রী নির্মল দে এবং অন্যান্যর জমি এবং ভবন, **দক্ষিণে :** শ্রীনির্মল কুমার দে এবং অন্যান্যর পুকুর, **পূর্বে :** ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** নিকাশি এবং ৪ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৩.১১.২০২৩ এনপিএ তারিখ ১০.১১.২০২৩	**হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং ৩৫৩৬৩৩৫১২৮৬ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৩৫৩৬৩৩৫২০৯৭** (**৭,৭৩,৮৪৩ টাকা** সাত লাখ তিয়াত্তর হাজার আটশ তেতাল্লিশ টাকা) ১৩.১১.২০২৩ অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০৭.০২.২০২৪
স্থান - বেহালা, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

প্রাথমিকে নিয়োগের কাউন্সিলিং শুরু, স্কুল বাছাইয়ে স্বজনপোষণ !

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: অবশেষে প্রাথমিকে নিয়োগের কাজ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে আবার পছন্দের স্কুল বাছাইয়ে স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠল। অভিযোগ চাকরিপ্রার্থীদেরই একাংশের।

মঙ্গলবার থেকে পর্ষদের দেওয়া তালিকা ও নির্দেশ মেনেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৭৭৬ জন চাকরি প্রার্থীর কাউন্সিলিং শুরু হয়েছে। বুধবারও চলবে এই প্রক্রিয়া। মেধা তালিকার সিরিয়াল মেনে কাউন্সিলিং-এর পর প্রকাশ্যে সকলের সামনে স্কুলের তালিকা দিয়ে স্কুল বাছাইয়ের অধিকার দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দেবব্রত সরকার। তিনি জানান, আইনি জটিলতা কাটিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রকাশ্যে কাউন্সিলিং চলছে। এতে প্রমাণিত হল চাকরির ও স্কুল সিলেকশানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সর্বদা স্বচ্ছতা বজায় রাখে। দেবব্রত সরকার বলেন, 'এই নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০১৭ সালে ফর্ম পূরণ করেছিলেন পরীক্ষার্থীরা। ২০১৯ সালে পরীক্ষা হয় এবং ২০২০ সালে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু আদালতে মামলা হওয়াতে এতদিন নিয়োগ আটকে ছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মামলার নিষ্পত্তি হওয়াতে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে ৭৭৬ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হল।'

কাউন্সিলিং শেষে শিক্ষক হিসেবে প্রাথমিকে নিয়োগ পেয়ে চাকরিপ্রার্থীদের মুখে হাসি ফুটেছে। তবে তাঁদের অধিকাংশেরই অভিযোগ, স্কুল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ করা হচ্ছে। স্কুল বাছাইয়ের তালিকায় সমস্ত সারকেলের উল্লেখ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা যে স্কুল চিহ্নিত করছেন তা বাড়ি থেকে দূরে হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করেই এটা করা হয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা। যদিও এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ডিপিএসসি-র চেয়ারম্যান দেবব্রত সরকার।

চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের অভিযোগ, স্কুল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সার্কেল ওয়াইজ নিয়ম মানা হয়নি। যোগ্যতার পর্যায়ক্রমকেও মান্যতা দেওয়া হয়নি। সেখান থেকেই বিতর্কের সৃষ্টি। চাকরি-প্রার্থীদের অভিযোগ, ডিপিএসসি আধিকারিকরা ঘনিষ্ঠ ও পরিচিতদের জন্য পছন্দের স্কুলের ব্যবস্থা করে রেখেছে। চাকরি প্রার্থীদের দাবি অবিলম্বে, সার্কেল ওয়াইস শূন্য পদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। এ কারণেই বারাসাত ডিপিএসসি দপ্তরের সামনে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল বারাসাত থানার পুলিশ।

বাবা ও কন্যাসন্তানের নিখোঁজে এবার চিঠি মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাবা ও তিন বছরের কন্যাসন্তানের নিখোঁজের ঘটনায় এবার মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালকে চিঠি লিখে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে অভিযোগ জানালেন নিখোঁজের পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার সানিপার্ক এলাকায়। পেশায় বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী ইন্দ্রজিৎ সরকার এবং তাঁর তিন বছরের কন্যাসন্তান গত ২৬ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পরই গোটা এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

পুরো ঘটনাটি নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ইন্দ্রজিৎবাবুর স্ত্রী ঝুমা গোস্বামী। কিন্তু সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কোনও রকম সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ। এরপরই তিনি পুরো বিষয়টি চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে। যদিও পুলিশের অসহযোগিতার কথা ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে বলেও জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার শহরের সানিপার্ক এলাকার বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ সরকার। স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে তিনি ভাড়া থাকেন। তাঁর স্ত্রী ঝুমা গোস্বামী সরকার ২৭ জানুয়ারি ইংরেজবাজার থানায় স্বামী ও তিন বছরের কন্যাসন্তান নিখোঁজের বিষয় নিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। ১১ দিন প্রায় হতে চলেছে এখনও পর্যন্ত তাঁদের কোন সন্ধান পায়নি পুলিশ। রীতিমতো চিন্তিত পরিবারের সদস্যরা।

পঞ্চায়েত সমিতি টালমাটাল, বৈঠক বয়কট সভাপতির

শাসকদলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সামনেই লোকসভা ভোট। তার আগে হুগলির খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ডামাডোল অবস্থা বলে দাবি। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে সমস্যায় পড়ছে সাধারণ মানুষ! ঘটনার সূত্রপাত খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নইমুল হক দু'টি পদের দায়িত্বে আছেন। কিন্তু তৃণমূল দলের নাকি নির্দেশ আছে, একজন জনপ্রতিনিধি দু'টি পদে থাকতে পারবেন না। অভিযোগ, এই নির্দেশ মানছেন না খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নইমুল হক। আর এই জন্য ওই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মাইতি দলের নির্দেশ অনুযায়ী, মঙ্গলবার থেকে অফিস আসা বন্ধ করে দেন। তাঁর নামাঙ্কিত পঞ্চায়েত সমিতির নির্দিষ্ট অফিসে তালা ঝুলতে দেখা যায়।

যদিও তিনি এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খোলেননি। মৌখিক ভাবে জানান, এই বিষয়ে যা বলার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বলবেন। অন্যদিকে, এদিন বিডিও অফিসে ডাকা অর্থের মিটিংয়েও তাঁকে দেখা যায়নি। আর এই নিয়ে বেশ কয়েকজন কর্মাধ্যক্ষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের দাবি, যিনি অর্থের মিটিং ডেকেছেন তিনিই আসেননি। তা হলে সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কাজ হবে কী করে। এই বিষয়ে খানাকুল এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীপেন মাইতির দাবি, দলীয় ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দলের নির্দেশ অনুযায়ী একজন প্রশাসনিক স্তরের জনপ্রতিনিধি হিসাবে একটা পদের দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু উনি তা করছেন না। তাই সভাপতিও বিক্ষুব্ধ হয়ে বয়কট করেছেন।

তিনি আরও দাবি করেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন যে এক ব্যক্তি এক পদ। বিশেষ করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে টানা ১০ বছর ধরে সহ-সভাপতি ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নইমুল হক এই এক ব্যক্তি দুটো পদ নিয়েই আছেন। এখনও পর্যন্ত মিসগাইড করে দুই পদ নিয়ে আছেন। পার্টি ওনাকে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পদ ছাড়েননি। তার ওপর পঞ্চায়েত সমিতিতে যে অরাজকতা চলছে, তাতে করে সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি বয়কট করেছেন। সভাপতি শম্পা মাইতি দেখেন যে কাজ করার আগে যে সিদ্ধান্ত হয় সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয় না। ওনাকে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তা হলে উনিই তো ফেঁসে যাবেন। সব কিছুই চিন্তা করে উনি বয়কট করেছেন। আজও অর্থের মিটিং ছিলেন না। উনি সেটাও বয়কট করেছেন। দল খুব শীঘ্রই কড়া ব্যবস্থা নেবে। কী ব্যবস্থা নেবে, তা আপনারা দু'-একদিনের মধ্যেই দেখতে পাবেন।

এই বিষয়ে খানাকুল ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নইমুল হকের দাবি, 'এসব পলিটিক্যাল বক্তব্য। আমি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। তবে অর্থের মিটিংও সভাপতি ডাকেন। আজ সকলেই ছিলেন। বিরোধী দলনেতাও ছিলেন। খানাকুলে উন্নয়নটা আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। সেক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হবে না। বয়কটের খবর আমার জানা নেই।' অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শেখ নাজিম উদ্দিনের দাবি, 'বৈঠক হয়েছে। ১১ জন উপস্থিত ছিলেন। শুধু সভাপতি ম্যাডাম ছিলেন না। উনি হয়তো ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য হাজির থাকতে পারেননি। আমাদের আলোচনা হয়েছে। উন্নয়ন নিয়ে কথা হয়েছে। এখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কিছু নেই।' সবমিলিয়ে খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মাইতি হঠাৎ করে অফিস যাওয়া থেকে বিরত থাকায় শোরগোল রাজনৈতিক মহলে।

কর্মসূত্রে পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক হয়ে বদলি হচ্ছেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায় এবং বীরভূমের জেলাশাসকের দায়িত্বভার নিলেন বর্ধমানের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। মঙ্গলবার বীরভূম জেলা পরিষদে বীরভূমের বিদায়ী জেলাশাসক বিধান রায়কে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক।

মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন আমতা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: রাত পোহালেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাওড়া সফর এসে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন আমতা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের। এমনটাই সূত্রের খবর

উল্লেখ্য, আমতা গ্রামীণ হাসপাতালের হাল ফেরাতে রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর কার্যত শপথ নিয়েছেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার নির্মল মাজি। মূলত তাঁরই চেষ্টায় আমূল উন্নতি ঘটে এই হাসপাতালের। এখন এই হাসপাতালের বেড সংখ্যা ১২০ থেকে বেড়ে হল মোট ৩৬০। এদিন ২৪০ বেডের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই হাসপাতাল থেকে সব ধরনের চিকিৎসা পাওয়া যাবে। এতদিন কলকাতা যেতে হত বিভিন্ন রোগের অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা পেতে। এই হাসপাতাল চালু হলে আর তা হবে না বলেই দাবি।

মঙ্গলবার এই খবর পাওয়া মাত্র কার্যত সাজো সাজো হাসপাতাল চত্বর। নিজে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মনিটরিং করছেন বিধায়ক নির্মল মাজি। উল্লেখ্য, এই হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল আমতা এক, আমতা দুই, জগৎবল্লভপুর, উদয়নারায়ণপুর, পাঁচলা ব্লকের কয়েক হাজার মানুষ। চারতলা বিশাল বিল্ডিংয়ে মিলবে অত্যাধুনিক চিকিৎসা।

ফের ধসের আতঙ্ক অণ্ডালে, ১২টি পরিবারকে সুরক্ষিত স্থানে স্থানান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ফের ধসের আতঙ্ক খনি অঞ্চল অণ্ডালে। এবার ধসের কবলে অণ্ডালের কাজরা ও কুষ্ঠ কলোনি এলাকার বাসিন্দারা। এখনও পর্যন্ত মোট ১২টি পরিবারকে স্থানান্তরিত করা হয় স্থানীয় একটি স্কুলে।

উল্লেখ্য, এই অঞ্চলে ধসের ঘটনা আখছার ঘটে। তবে বেশিরভাগ ধসের ঘটনার খবর সামনে আসে বর্ষাকালেই। ইতিমধ্যে এখনই অণ্ডালের হরিশপুর এবং জামবাদ এলাকায় ধসের কারণে স্থানীয়রা এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। বারবার সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা পুনর্বাসনের দাবি জানালেও ইসিএল বা প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। সোমবার ফের ধসের আতঙ্কে আতঙ্ক ছড়াল অন্ডালের কাজরা আর কুষ্ঠ কলোনি এলাকায়। এলাকার বাসিন্দা পারুল ফুলমণি জানান, সোমবাপ বিকেল তিনটে নাগাদ তাঁর মেয়ে বাড়িতে চলাফেরা করার সময় হঠাৎ বাড়ির মেঝেতে তার পা ঢুকে যায়। আতঙ্কিত হয়ে মাকে ডাকে পারুলের মেয়ে।

ঘটনার খবর ছড়াতেই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সেই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আসেন অণ্ডাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মলয় চক্রবর্তী এবং ইসিএলের আধিকারিকরা। রাত হয়ে যাওয়ায় সেই মুহূর্তে স্থানীয় মানুষদের সুরক্ষিত জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানীয় ১২টি পরিবারকে এলাকার একটা স্কুলে সুরক্ষিত স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় প্রশাসনের তরফে। মঙ্গলবার বেলা ১১ টা নাগাদ ইসিএল আধিকারিক ও স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এলাকা নিরীক্ষণ করা হয়। তারপরেই ওই পরিবারগুলির বিষয়ে ব্যবস্থা হবে বলে জানান অণ্ডাল ব্লকের তৃণমূলের সহ-সভাপতি মলয় চক্রবর্তী।

পাশাপাশি মলয়বাবু অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সংস্থা ইসিএল এলাকায় কয়লা উত্তোলন করার পর সঠিক ভাবে উত্তোলিত কয়লার ফাঁকা স্থানে বালি প্যাকিং না করার কারণেই এই ধস হতে পারে। এই বিষয়ে কোনও ইসিএল আধিকারিকের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ধসের আতঙ্ক রয়েছে গোটা এলাকায়।

ভেড়ির লিজের টাকা আত্মসাৎ! নেতাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা শেখ শাহাজাহানের অজ্ঞাতবাসের কারণে সন্দেশখালি এলাকায় প্রতিবাদের সুর চড়া হচ্ছে। যাঁরা এতদিন শাহাজাহানের ভয়ে মুখ বন্ধ করে ছিলেন, তাঁরাই এখন বিক্ষোভ প্রতিবাদে রাস্তায় নামছেন। ইতিমধ্যেই একাধিক অভিযোগ তুলে সন্দেশখালিতে বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের প্রতিহত করতে প্রতিবাদীদের মারধরের 'ভয়েজ' ভাইরাল হয়েছে। এত কিছুর মধ্যেই মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন

প্রশাসনকে উপেক্ষা করেই মঙ্গলবার প্রতিবাদ মিছিল করল বিজেপি। এদিন সন্দেশখালিতে মেছো ভেড়ির লিজের টাকা আত্মসাৎ-এর অভিযোগে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারির দাবি তুলে মিছিল করল বিজেপি। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে মহকুমার সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের দারির জঙ্গল এলাকার। এদিন ওই এলাকার পাত্রপাড়া, কান্ডারপাড়া, পকাহারপাড়ার শতাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা টাকা না পেয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য তথা সন্দেশখালি তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি উত্তম সর্দারের বিরুদ্ধে মিছিল করে সন্দেশখালি থানায় গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করেন। পাশাপাশি স্মারকলিপি জমা দেন। যদিও প্রশ্ন উঠছে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে, সেখানে কী করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মিছিল করলেন? বিজেপির জবাব, প্রায় দু-তিন বছর জমি লিজের টাকা আত্মসাৎ করেছে ওই তৃণমূল নেতা। সেই অর্থ ফিরিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি গ্রেপ্তারের দাবিতে তাদের মিছিল। তৃণমূল নেতা উত্তম সর্দার বলেন, 'এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যাঁরা করছেন তাঁদেরকে উস্কিয়ে রাজনৈতিক ভাবে লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি ফায়দা তুলতে চাইছে।'

শাহজাহানের অজ্ঞাতবাসে কি ফিরবে বাবু মাস্টারের রাজত্ব !

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সন্দেশখালি সহ বসিরহাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বেতাজ বাতসা শেখ শাহাজাহান অজ্ঞাতবাসে চলে যেতেই প্রাক্তন তৃণমূল নেতা ফিরোজ কামাল গাজি ওরফে বাবু মাস্টারের প্রতিপত্তি কি ফিরতে চলেছে? শুরু জল্পনা। অনেকেই মনে করছেন, হারানো জমি ফিরে পেতে আবার সদলবলে ময়দানে বাবু মাস্টার।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের বলদেপোতা গ্রামে একটি বস্ত্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসে বাবু মাস্টার। তাঁকে দেখেই কিছু অনুগামীরা এসে জমা হয়। তিনি তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের প্রাক্তন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন বাবু মাস্টার। পরে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। পরে আবার বিজেপি ত্যাগ করেন। এখন রাজনীতির বাইরে আছেন। একটি বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে এসে বাবু মাস্টার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'মানুষ আমাকে খুব ভালোবাসে। আমি মানুষের ভালোবাসা নিতে মানুষের মধ্যে মিশে যাই।' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি কি রাজনৈতিক আঙিনায় আবার ফিরে আসবেন? তিনি বলেন, 'আমরা প্রস্তুত আছি। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। ঠিক সময়ে আপনাদের বলব।' তাঁর এদিনের মন্তব্য ঘিরে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাবু মাস্টার, শেখ শাহাজাহান ও তার অনুগামীদের দাপটে কিছুটা ফিকে হয়ে গিয়েছিলেন। হাসনাবাদ সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় রাজনৈতিক মাটি হারিয়ে তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীতে বিজেপিতে কেমন তেমন প্রভাব ফেলতে না পারায় রাজনৈতিক ময়দান থেকে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার শেখ শাহজাহান অজ্ঞাতবাসে যেতেই আবার হারানো জমি ফিরে পেতে রাজনৈতিক ময়দানে নামতে চাইছেন বলেই বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে সদলবলে যোগ দিয়ে নিজের ক্ষমতা জাহির করে নেতাদের নজরে আসতে চাইছেন বলে কানাঘুষো শুরু হয়েছে। কোনও রাজনৈতিক দল তাঁকে ডাকে তার অপেক্ষায় নিজের দর কসতে অপেক্ষায় বাবু মাস্টার, এমনটাই দাবি রাজনৈতিক মহলের।

রাজনৈতিক মহলের অনুমান, তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ডাক না পেলে তিনি আইএসএফ এ যোগ দিতে পারেন। তাঁর বর্তমান কর্মসূচি তেমনই ইঙ্গিত করছে বলে অভিমত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

স্থানীয়দের কাজ ও দূষণ রোখার দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: স্থানীয়দের কাজ ও পরিবেশ দূষণ রোখার দাবি নিয়ে মঙ্গলবার সকাল থেকে কাঁকসার বাঁশকোপার একটি বেসরকারি কারখানার গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান কাঁকসার বাঁশকোপা গ্রামের কয়েকশো গ্রামবাসী। এদিন কারখানার গেটের সামনে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কারখানার দূষিত ছাই গোটা গ্রামে ছড়িয়ে গিয়ে অনেকেই শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। গ্রামের অধিকাংশ জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কৃষি জমিতে ফসল এখন তেমন ভাবে হয় না। গত একবছর আগে তাঁরা এই বিষয়ে আন্দোলন করার পর কারখানা কর্তৃপক্ষ দূষণ বন্ধ করার জন্য গ্রামবাসীদের আশ্বাস দিয়েছিল। কিছুদিন এলাকায় দূষণের মাত্রা কম থাকলেও, পরে ফের দূষণের মাত্রা বেড়ে যায়। যার জেরে সমস্যায় পড়েন গ্রামের মানুষ।

অভিযোগ, গ্রামের বহু বেকার যুবক কাজ পাওয়ার আশায় কারখানা গড়ার জন্য জমি দিয়েছিলেন। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ গ্রামের বেকার যুবকদের কাজে না নিয়ে বহিরাগতদের নিয়ে কাজ করছে। এছাড়াও কারখানার ভিতরে প্রচুর পরিমানে সাবমার্শিবল পাম্পের দ্বারা মাটির নীচ থেকে জল তুলে নেওয়ার ফলে গ্রামের কোনও কল থেকে পানীয় জল পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ। ওই এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে বিষয়টি জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ।

তাই যতক্ষণ না তাঁদের দাবি পূরণ হবে, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন গ্রামবাসীরা। এদিন ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছালে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর কারখানা কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি জমা দেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের দাবি মেনে আগামী সোমবার গ্রামবাসীদের তরফ থেকে একটি প্রতিনিধি দল ও পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

কাঁকসার বাঁশকোপা গ্রামের বাসিন্দা তথা গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য পান্না ঘোষ জানিয়েছেন, কারখানা কর্তৃপক্ষকে এলাকার বেকার যুবকদের কাজে নিযুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে, একই সঙ্গে দূষণের মাত্রা কমানোর দাবি জানানো হয়েছে। তার সঙ্গে ওই কারখানায় অতিরিক্ত পরিমাণে সাবমার্শিবল পাম্পের দ্বারা জল ওঠানো বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ আলোচনায় বসার কথা জানিয়েছেন। আলোচনায় বসার পরেও সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে গ্রামের মানুষ। তখন তাঁদের আর কিছু করার থাকবে না।

মাধ্যমিক দিতে গিয়ে অসুস্থ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল এক পরীক্ষার্থী। হাসপাতালেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার পরীক্ষা দেওয়ার, সেই পরীক্ষাও বিফলে যায়। ইন্দাস ব্লকের ইন্দাস গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীদের মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছিল রাজ খামার হাই স্কুলে। এদিন ভূগোল বিষয়ে পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা দিতে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করার মিনিট দশেক আগে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী শবনন খাতুনের হঠাৎ করেই পেটে ব্যথা শুরু হয়ে যায়। বিষয়টি লক্ষ্য করে ওই ছাত্রীর বাবা বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা বলেন। তড়িঘড়ি করে ওই ছাত্রীকে ইন্দাস ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার সেখানেই পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতেই পেটের যন্ত্রণা বেড়ে অবস্থার অবনতি হয় ওই ছাত্রীর। ফলে পরীক্ষা অসম্পূর্ণ রেখেই তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

ছাত্রীর বাবা শেখ মুজফ্ফর জানিয়েছেন, তিনি শিক্ষকদের কাছে আবেদন করেছিলেন যাতে কিছুটা বেশি সময় দিয়ে ওই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া যায়। সে এমনিতে পড়াশোনায় ভালো এতদিন ধরে ভালো রেজাল্ট করে এসেছে। তবে সময়ের মধ্যেই মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করতে হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষকরা। মেয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন বাবা।

পুলিশ ও বিডিও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তালা ভাঙার পর কর্মীর প্রবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: মঙ্গলবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তালা ভেঙে স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রবেশ করালো প্রশাসন। এদিন বুদবুদ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিডিও সোমা ঘোষ নামের স্বাস্থ্যকর্মীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রবেশ করান।

স্বাস্থ্যকর্মী সোমা ঘোষ জানিয়েছেন, গত ১ বছর ধরে তিনি বুদবুদের কাঁকোড়া গ্রামের পশ্চিম চণ্ডীপুর উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত। গত জানুয়ারি মাসের ১২ তারিখে তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলতে এসে দেখেন গেট ইট ফেলে আটকে রাখা হয়েছে। বিষয়টি তিনি স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের জানিয়ে অফিসের মিটিংয়ে চলে যান। পরে ফের ১৫ তারিখ তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলতে গিয়ে দেখেন, তাঁর তালার ওপর কেউ বা কারা তালা মেরে দিয়ে চলে যায়।

এরপর তিনি বিষয়টি আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিডিওর কাছে অভিযোগ জানান। তাঁর অভিযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গেট কেউ বা কারা জোর করে বন্ধ করে দিয়েছিল। তাদের কী উদ্দেশ্য ছিল তা তাঁর জানা নেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্র না খোলার কারণে বন্ধ ছিল স্বাস্থ্য পরিষেবা। অবশেষে বুদবুদ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিডিও বুদবুদের কাঁকোড়া গ্রামের পশ্চিম চণ্ডীপুর উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গেটের তালা ভেঙে স্বাস্থ্যকর্মীকে সেখানে প্রবেশ করান। এরপরই শুরু হয় পরিষেবা।

জন্মদিনেই শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের নামে বৃদ্ধাশ্রম উদ্বোধন নদিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের স্মরণে বৃদ্ধাবাস গড়লেন তাঁর ভাইপো রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। বীর শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের গ্রাম নদিয়ার পোড়াগাছা গ্রামে এই বৃদ্ধাবাস গড়ে তোলা হল। নাম দেওয়া হয়েছে 'বসন্ত বাস'। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক ভাবে এই বৃদ্ধাবাসের উদ্বোধন করলেন নদিয়ার জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ।

এই বৃদ্ধাবাসে সামান্য খরচে বৃদ্ধরা থাকতে পারবেন বলে জানান মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। বাকি খরচ উজ্জ্বল বিশ্বাসের পরিবারের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। আপাতত এখানে ৫০ জন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা থাকতে পারবেন। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে। বয়স্কদের কথা ভেবে দোতলা পর্যন্ত এই ভবনটিতে লিফটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও পরিকল্পনা রয়েছে বলে ও জানান মন্ত্রী জায়া মিনাক্ষী বিশ্বাস। এই বৃদ্ধাবাস করার পেছনে প্রথম থেকে চিন্তাভাবনা ছিল মন্ত্রী উজ্জ্বল

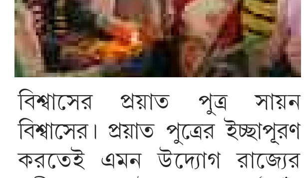

বিশ্বাসের প্রয়াত পুত্র সায়ন বিশ্বাসের। প্রয়াত পুত্রের ইচ্ছাপূরণ করতেই এমন উদ্যোগ রাজ্যের মন্ত্রীর। আর এই খরচ সম্পূর্ণ তাঁর পরিবারের বলেও জানান তিনি।

এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জৈব প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, তাঁর ভাই উৎপল বিশ্বাস সহ নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর ও ইসকন ভক্ত অলয় গোবিন্দ দাস।

তৃণমূলের নবনির্মিত কার্যালয় উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার বাসুদেবপুরে তৃণমূলের নবনির্মিত দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

অভিযোগ, কাঁকসার বাসুদেবপুর গ্রামে ১৯৯৮ সাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে একের পর এক তৃণমূল কর্মী শহিদ হয়েছেন। তৎকালীন বাম জামানায় ১৯৯৮ সালে বাসুদেবপুর গ্রামেই তৃণমূল করার জন্য গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রেহাই পায়নি গবাদি পশুরাও। তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থানে এই বাসুদেবপুরের শহিদদের ভূমিকা রয়েছে যথেষ্ট। মঙ্গলবার বাসুদেবপুর গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের নবনির্মিত কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। এই নবনির্বিত কার্যালয়টির নামকরণ করা হয়েছে শহিদ সুকুমার ঘোষ স্মৃতি ভবন। এদিন জেলা সভাপতি দলীয় পতাকা উত্তোলন করে, কেক কাটার পর নবনির্মিত ভবনটির ফিতে কেটে দ্বার উদঘাটন করেন।

জেলা সভাপতি জানান, সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর সন্ত্রাসের রক্তে রাঙা বাসুদেবপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের এই নবনির্মিত কার্যালয়টি উদ্বোধনে শহিদদের স্মৃতিরক্ষার্থে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। কাঁকসা ব্লকের সকল নেতৃত্বকে আগামী লোকসভা নির্বাচনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের বার্তা দেন জেলা সভাপতি। এছাড়াও তাঁর দাবি, বিজেপির বর্বরতা, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে এই কাঁকসা ব্লক থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করতে হবে এবং কর্মীদের ব্যক্তিগত ইগো ছেড়ে একত্রে চলার বার্তা দেন তিনি।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নব কুমার সামন্ত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য, পশ্চিম বর্ধমান জেলার কিষান ক্ষেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য, পশ্চিম বর্ধমান জেলার এসটি সেলের সভাপতি মঙ্গল টুডু, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আলম খান, কাঁকসা ব্লকের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার সহ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

সরকারি পরীক্ষায় অনিয়ম রুখতে কড়া আইন আনছে কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি পরীক্ষা অনিয়ম প্রতিরোধ বিলে ১৫ রকমের অনিয়মের কথা বলা হয়েছে। মঙ্গলবার লোকসভায় বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। লোকসভায় পাশ হয়ে গেল ‘সরকারি পরীক্ষায় অনিয়ম প্রতিরোধ’ বিল। দিন কয়েক ধরেই এই বিল নিয়ে আলোচনা চলছিল। সেই বিল আইনে পরিণত হওয়ার দিকে আরও এক ধাপ এগোল। নরেন্দ্র মোদি সরকারের দাবি, এই বিল আইন হিসাবে এলে কেন্দ্রের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস, টুকলির মতো অনিয়মগুলি আটকানো পুরোপুরি সম্ভব হবে।

মঙ্গলবার লোকসভায় বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। বিলটি পেশ করার সময় তিনি বলেন, দেশে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম মোকাবিলা করার জন্য এত দিন কোনও আইন ছিল না। এ বার তা রোধ করা সম্ভব হবে। বিরোধীদের অভিযোগ, এই বিল নিয়ে তাঁদের প্রস্তাব মানা হয়নি। বিলের অধীনে যে সব কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল, ইউপিএসসি, স্টাফ সিলেকশন কমিশন, রেল, ব্যাংক, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির মতো পরীক্ষা। লোকসভায় পাশের পর বিলটি এ বার পেশ হবে রাজ্যসভায়।

বিলে বলা হয়েছে, যে সমস্ত পরীক্ষার্থী কোনও রকম অসদুপায় অবলম্বন না করেই পরীক্ষা দেন তাঁদের চিন্তার কারণ নেই। যাঁরা প্রশ্নফাঁস, টুকলির মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকেন, তাঁরা কঠোর শাস্তির মুখে পড়বেন। এই সব অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ মিললে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে ১০ বছর পর্যন্ত জেল এবং এক কোটি টাকা জরিমানা হতে পারে। এই বিলের অধীনে সমস্ত অপরাধ জামিন অযোগ্য নয়। এই অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ নিজে থেকে ব্যবস্থা নিতে পারবে। পরোয়ানা ছাড়াই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জেরা এবং গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা থাকবে পুলিশের হাতে।

সরকারি পরীক্ষা অনিয়ম প্রতিরোধ বিলে ১৫ রকমের অনিয়মের কথা বলা হয়েছে। তাতে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও তার ফাঁসের চক্রান্ত, প্রশ্নপত্র বা ওএমআর শিট জোগার করা, উত্তর ফাঁস, পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় কারচুপি, জাল অ্যাডমিট কার্ড বিলি, পরীক্ষার্থীদের অনৈতিক সাহায্য-সহ একাধিক অপরাধ রয়েছে।

কেজরিওয়ালের সচিব, সাংসদের বাড়িতে ইডির হানা

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি: আর্থিক তছরুপের অভিযোগে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সচিবের বাড়িতে তল্লাশি ইডির। সেই সঙ্গে এক আপ সাংসদের বাড়িতেও চলছে ইডির তল্লাশি। সূত্রের খবর, দিল্লির জল বোর্ডে আর্থিক লেনদেনের অসঙ্গতির অভিযোগ পেয়েই তল্লাশিতে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তার পরেই আপের তরফে বলা হয়, ইডির মুখোশ খুলে দেবে তারা।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দিল্লির ১২টি এলাকায় তল্লাশি শুরু করে ইডি। তার মধ্যে রয়েছে কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সচিব বিভব কুমারের বাসভবন। পাশাপাশি আপের রাজ্যসভা সাংসদ এনডি গুপ্তার বাড়িতেও হানা দিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা। তল্লাশি চলছে দিল্লি জল বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য শলাভ কুমারের বাড়িতেও। তবে ইডির তরফে এই তল্লাশি অভিযান নিয়ে কিছু জানানো হয়নি।

দিল্লির একাধিক এলাকায় তল্লাশির খবর পেয়েই ইডির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে আপ। দলের তরফে বলা হয়, ইডির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ প্রকাশ্যে আনবে তারা। দিল্লির মন্ত্রী আতিশীর মতে, দলের সকলকে ভয় দেখানোর জন্যই ইডি তল্লাশি চালাচ্ছে। ভয় দেখিয়ে ভুয়ো জবানবন্দিতে সইও করিয়ে নিচ্ছেন ইডি আধিকারিকরা। সেই সঙ্গে অভিযোগ, সাক্ষীদের অডিও রেকর্ড ডিলিট করছে ইডি। তবে আতিশী সাফ জানিয়ে দেন, একটা টাকাও উদ্ধার হয়নি তল্লাশিতে। তাই ভয় দেখানো যাবে না আপকে।

উল্লেখ্য, আবগারি মামলায় আপের একাধিক নেতা জেলবন্দি রয়েছেন। ইডির তদন্ত চলছে তাঁদের বিরুদ্ধে। পাঁচবার সমন পাঠানো হয়েছে কেজরিওয়ালকেও। তবে তিনি প্রত্যেকবারই হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন। আম আদমি পার্টি শুরু থেকেই দাবি করে আসছে, শুধুমাত্র কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যেই বারবার তলব করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। কেজরিওয়াল নিজে বলছেন, ইডি তাঁকে যে সমন পাঠাচ্ছে সেটার আইনি বৈধতা নেই। কিন্তু বারবার কেজরির দলের নেতাদের বিরুদ্ধেই সক্রিয় হচ্ছে ইডি।

ইনফোসিসকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছেন!

নজরে ঋষি সুনক

নিউ ইয়র্ক, ৬ ফেব্রুয়ারি: শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কের জেরে এবার নজরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। ভারতীয় আইটি সংস্থা ইনফোসিসের কর্তা এন আর নারায়াণমূর্তি সম্পর্কে সুনকের শ্বশুর। অভিযোগ, ব্রিটেনে ইনফোসিসের সম্প্রসারণে সাহায্য করছে সুনকের কনজারভেটিভ পার্টির সরকার। সংস্থাটিকে নাকি সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন সেদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ডমিনিক জনসন।

রয়টার্স সূত্রে খবর, সানডে মিররের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে ইনফোসিসের অফিসে বৈঠক করেছিলেন ব্রিটিশ বাণিজ্যমন্ত্রী ডমিনিক জনসন। ব্রিটেনের বাণিজ্যক্ষেত্রে এই আইটি সংস্থার সম্প্রসারণের জন্য বিস্তর আলোচনা হয়েছে। ইনফোসিসের সঙ্গে বৈঠকের পর জনসন নাকি কথা দিয়েছেন, ‘আমি ব্রিটেনে ইনফোসিসের বৃহত্তর উপস্থিতি দেখতে চাই। এর জন্য আমার পক্ষে যা যা করণীয় আমি তা করব।’ ওই রিপোর্টে আরও দাবি করা হয়েছে, জনসন বলেছেন, ‘আমরা ইনফোসিসের সঙ্গে সম্পর্ককে মূল্য দিই। যদি আমাদের অনুরোধ জানানো হয় তাহলে মন্ত্রকপর্যায় এই ব্যাপারটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারি।’ এই খবর প্রকাশ্যে আসতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিরোধী দল লেবার পার্টি। তাদের অভিযোগ, ইনফোসিসকে ‘ভিআইপি অ্যাক্সেস’ পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

তবে এই বিতর্কটি বহু আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। ২০২২ সালে প্রকাশ্যে এসেছিল ভারতীয় বংশোদ্ভুত সুনকের স্ত্রী অক্ষতা নারায়ণমূর্তির সম্পত্তির খতিয়ান। অঙ্কের হিসাব অনুযায়ী, তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ব্রিটেনের প্রয়াত রানি এলিজাবেথের থেকেও বেশি। ক্রমাগত কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল অক্ষতার বিরুদ্ধে। যদিও অক্ষতার দাবি ছিল, কর তিনি নিয়মিতই দেন।

ছন্দা কোচারের গ্রেপ্তারি বেআইনি

রায় বম্বে হাইকোর্টের

মুম্বই, ৬ ফেব্রুয়ারি: বড়সড় স্বস্তি পেলেন আইসিআইসিআই ব্যাংকের প্রাক্তন সিইও ছন্দা কোচার। বম্বে হাইকোর্ট রায় দিয়ে জানিয়েছে, বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ছন্দা ও তাঁর স্বামী দীপক কোচারকে। সেই জন্যই দম্পতির অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদনও মঞ্জুরের নির্দেশ বহাল করে দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট।

২০২২ সালে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হন আইসিআইসিআই ব্যাংকের এমডি ও সিইও ছন্দা কোচার। দুর্নীতি করে ভিডিওকন কর্তা বেণুগোপাল ধূতকে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। নিজের পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করে ব্যক্তিগত সুবিধার বিনিময়ে ভিডিওকন সংস্থাকে বিপুল অঙ্কের ঋণ পাইয়ে দিয়েছেন বলেই অভিযোগ ওঠে। একাধিক অভিযোগে ২৪ ডিসেম্বর ছন্দা ও তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার সিবিআই।

তবে গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই জামিন পেয়ে যান ব্যাংকার দম্পতি। বম্বে হাইকোর্টে দম্পতির আইনজীবী সওয়াল করেন, দুর্নীতি দমন আইনের আওতায় ছন্দা ও দীপক কোচরের গ্রেপ্তার আইনসম্মত ভাবে করা হয়নি। সেই সওয়ালের ভিত্তিতেই হাইকোর্ট জামিন দেয় ব্যাংকার দম্পতিকে। ২০২৩ সালের ৯ জানুয়ারি জেল থেকে মুক্তি পান তাঁরা। তবে বম্বে হাইকোর্টের এই রায়ের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই।

শীর্ষ আদালতের তরফে বলা হয়, এই মামলা নিয়ে বম্বে হাইকোর্টেই আবেদন করতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটিকে। একবছরেরও বেশি সময় পরে সিবিআইয়ের আবেদনের রায় দিল আদালত। বিচারপতিদের মতে, অপরাধ স্বীকার না করা আর তদন্তে অসহযোগিতা করা মোটেও এক বিষয় নয়। উল্লেখ্য, সিবিআইয়ের অ্যারেস্ট মেমোতে অভিযোগ ছিল যে তদন্তে সহযোগিতা করছেন না দম্পতি। গ্রেপ্তারিকে বেআইনি আখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের জামিনও বহাল রাখে আদালত।

ক্যানসার আক্রান্ত রাজা তৃতীয় চার্লসের জন্য প্রার্থনা মোদির

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি: ক্যানসার আক্রান্ত রাজা তৃতীয় চার্লসের দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। টুইট করে জানান, সমগ্র ভারতবাসীর সঙ্গে তিনিও রাজার সুস্বাস্থ্য কামনা করছেন। দ্রুত সেরে উঠবেন ব্রিটেনের রাজা, সেই প্রার্থনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

সোমবার আচমকাই জানা যায়, মারণ ব্যাধি ক্যানসারে ভুগছেন রাজা তৃতীয় চার্লস। বিবৃতি জারি করে এই খবর জানায় বাকিংহাম প্যালেস। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল, প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত চার্লস। কিন্তু ব্রিটিশ রাজপরিবারের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তাঁর শরীরে ক্যানসারের বাসা বাঁধার ঘটনাটি পৃথক সমস্যা। তবে কোন ধরনের ক্যানসারে আক্রান্ত ব্রিটেনের রাজা, সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি বিবৃতিতে।

সূত্রের খবর, বাবার অসুস্থতার খবর পেয়ে আমেরিকা থেকে ব্রিটেনে যাচ্ছেন রাজপুত্র হ্যারি। বিবিসি সূত্রে খবর, দুই ছেলে উইলিয়াম ও হ্যারিকে নিজেই এই খবর জানিয়েছেন রাজা চার্লস। অসুস্থতা নিয়ে বাবার সঙ্গে কথাও বলেছেন ডিউক অফ সাসেক্স। অন্যদিকে চার্লসের অনুপস্থিতিতে রাজকাজ কে চালাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এহেন পরিস্থিতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে সেদেশের সংবিধানে। কোনও কারণে রাজা অক্ষম হয়ে পড়লে তাঁর জায়গায় সাময়িকভাবে দায়িত্ব সামলাবেন ‘কাউন্সেলরস অফ স্টেট’ বা বিশেষ উপদেষ্টারা। রাজপরিবার সূত্রে খবর, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন রাজা। তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে বেশ কয়েকটি কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন রানি ক্যামিলা। তবে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন চার্লস নিজেই। উল্লেখ্য, ব্রিটেনের রাজার আরোগ্য কামনায় সারা বিশ্বের নেতারা বার্তা দিয়েছেন। সেই তালিকায় রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ-সহ অনেকেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও চার্লসের সুস্থতা কামনা করে বার্তা দিলেন।

বিধানসভায় বিপর্যয়ের পর তেলঙ্গানায় আবার ভাঙন কেসিআরের দলে

তেলঙ্গানা, ৬ ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা ভোটের আগেই গত বছর তেলঙ্গানায় ধারাবাহিক ভাঙন শুরু হয়েছিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের (কেসিআর) দল ‘ভারত রাষ্ট্র সমিতি’ (বিআরএস)-এ। বিধানসভা ভোটে বিপর্যয়ের পরেও সেই প্রবণতা অব্যাহত। এ বার পেড্ডাপল্লির বি বেঙ্কটেশ নেথা যোগ দিলেন কংগ্রেসে।

মঙ্গলবার দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি এবং এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক কেসি বেনুগোপালের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দেন প্রভাবশালী দলিত নেতা বেঙ্কটেশ। কংগ্রেস সূত্রের খবর, আগামী লোকসভা ভোটে পেড্ডাপল্লি থেকেই আবার ‘হাত’ প্রতীকে প্রার্থী করা হতে পারে তাঁকে। বেঙ্কটেশের সঙ্গেই কংগ্রেসে যোগ দেন অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি মন্দিরের অছি পরিষদের প্রাক্তন কর্তা মান্নে জীবন রেড্ডি।

২০১৮ সালে কংগ্রেসের টিকিটে তেলঙ্গানার বিধানসভা ভোটে লড়ে হেরে গিয়েছিলেন বেঙ্কটেশ। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগেই বিআরএসে যোগ দিয়েই মনোনয়ন পেয়েছিলেন তিনি। তেলঙ্গানার কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, লোকসভা ভোটের আগে বিআরএস এবং বিজেপি থেকে আরও কয়েক জন প্রভাবশালী নেতা ‘হাত’ শিবিরে যোগ দিতে চলেছেন। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে তেলঙ্গানার ১৭টি আসনের মধ্যে বিআরএস ১১, বিজেপি ৪, কংগ্রেস ৩ এবং ‘অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন’ (মিম) ১টি আসনে জিতেছিল।

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.: 20/ E.O. Kh-II/2023-24, Date: 05.02.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_661455_1** for C.C. road (Rastashree). Last date of bids ends on **15.02.2024 up to 12:00 PM** & **21/EO KH-II/2023-24 (2nd Call), Date: 06.02.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_661446_1** for C.C road (Rastashree). Last date of bids ends on **14.02.2024 up to 12:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Executive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-tender for execution of 17 (seventeen) Nos. of work from outside bonafide and resourceful contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.-WBMAD/ULB/DHM/ NIT-14/330 (e)/2023-24.** Bid Submission Start Date :- **07.02.2024**.Last date of online submission:**22.02.2024.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

Date Corrigendum-1
NIT No. (I) SFDC/MD/NIT-38(e)/2023-24 (2nd Call), (ii) SFDC/MD/NIT-39(e)/2023-24 (2nd Call), (sl. no. 1, 2 & 3) & (iii) SFDC/MD/NIT-40(e)/2023-24 (2nd Call).
Tender Id:
(I) 2024_SFDCL_642963_1, (ii) 2024_SFDCL_643093_1, 2024_SFDCL_643093_2, 2024_SFDCL_643093_3, and (iii) 2024_SFDCL_643632_1
Schedule of Dates:
Bid Submission End Date - 15/02/2024 at 4.00 p.m.
Date of opening Technical Bid - 19/02/2024 at 4.00 p.m.
Note:- Details of information are available in the website **https://wbtenders.gov.in.**

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.: 17/E.O. Kh-II/2023-24 (2nd Call), Date: 02.02.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_659193_1** for Light. Last date of bids ends on **09.02.2024 up to 04:00 PM. NIeT No.: 18/E.O. Kh-II/2023-24 (2nd Call), Date: 02.02.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_659644_1** for Boundary Wall. Last date of bids ends on **17.02.2024 up to 06:00 PM** & **19/EO KH-II/2023-24, Tender ID: 2024_ZPHD_660703 _1** for Colour Wash. Last date of bids ends on **19.02.2024 up to 02:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Executive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

Tender Notice
On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No		NIT No. Scheme name & Estd Cost,
1	Construction of Concrete Road	1) From the house of Susanta Das to the house of Binay Das, NIT- 66/15th FC-Tied/NIT/BGP/2024, Scheme Cost-278782.00 2) From the Anchal Road to west side Nimno Buniyadi Vidlaya, NIT-67/15th FC-Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost 268713.00
2.	Construction of Community Latrine	1) Near Netaji Bazar, NIT- 68/15th FC-Tied /NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 279055.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1-2 is : 13/02/2024, 11-00 a.m.
For details Pradhan **Mob-9593018053** Up Pradhan **Mob-7407741092/brajaballavpurgrampanchayaet@gmail.com**

Rishi Bankimchandra Gram Panchyet
Under Kakdwip Dev. Block
Gobindarampur, Kakdwip, South 24 Pgs
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Nit No.-28/17(e)/RBCGP/ XVFC / 2024, 29/18(e)/RBCGP/ 5th SFC / 2024.** Last bid submission date is **18/02/2024 till 17:00 pm.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in**.
S/D, Pradhan
Rishi Bankimchandra Gram Panchayat

OFFICE OF THE
MUKUNDABAGH GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
MUKUNDABAGH, AZIMGANJ, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: mukundabaghgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) **No: 04/MGP/5th FC/2023-24 Dated: 29-01-2024.**
The last date for online submission of tender is **14-02-2024 (Wednesday) up to 14:00. Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Jayanti Mahato
(Prodhan, Mukundabagh GP)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo. No. 2685/RM
Date – 06.02.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-22e/2023-24/2nd Call/SL1 to SL5
Tender ID : 2024_MAD_661816_1 to 5
Name of the work: Construction of Drain in different wards (5 nos) under BMS within Ranaghat Municipality.Last Date Of Submission of Bid : **23.02.2024**. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**
S/D
Chairman
Ranaghat Municipality

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিশ
চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, এন ই রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর এর পক্ষে ডে. সিএমই/ওয়ার্কস ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) অবাধ টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রম নং ১ : ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নাম : আইআরইপিএস টেন্ডার নং :- ৫১-**জিকেপি - এমডব্লুএস- ২০২৩-২৪; “গোরক্ষপুর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে পেইন্ট শপের লাইন নং ৩, ৪ এবং ৫ তে সরঞ্জাম সহ ওভারহেড লাইফলাইন সিস্টেম সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ; **আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দ : (টাকায়) :** ১৭,৪০, ৮১২.৭০ টাকা; **বায়না জমা (টাকায়) :** ৩৪, ৮০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্ম মূল্য :** ০.০০ টাকা; **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ:** ০১.০৩.২০২৪ বেলা ১১ টা পর্যন্ত; **চুক্তির মেয়াদ :** ০৩ মাস। উক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট : **www.ireps.gov.in** থেকে।
ডে. সিএমই/ওয়ার্কস
সিপিআরও/মেক-১২৪ গোরক্ষপুর
ট্রেনে বিড়ি/সিগরেট ধূমপান করবেন না

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
1st Call 2nd Corrigendum
N.I.E. ET. No. 340/PW/Eng/24 Dt. 01.01.24
N.I.E. EQ. No. 309/PW/Eng/24 Dt. 04.01.24
Bid Submission period : 12.02.24 instead of 05.02.24. Visit to website : **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- Superintending Engineer, Asansol Municipal Corporation

DEBRA THANA SAHID KSHUDIRAM SMRITI MAHAVIDYALAYA
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur. PIN- 721124
Notice Inviting Tender 06/02/2024
Tender No- dtsksm/NIT 54/24 dated - 06/02/2024.
Sealed quotations are hereby invited from reputed suppliers for supply of miscellaneous items as per list given in college website. For details see www.debracollege.ac.in.
★ **Last date and time for submission of quotation: 16/02/2024 till 4 Pm and Date of opening of quotation: 17.02.2024 at 12.00 Noom. Bid to be deposited in tender box kept in Principal's office. Bidders may remain present at the time of opening of bid.**
Sd/- (Dr. Rupa Dasgupta) Principal
Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur.

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah
Corrigendum Notice
Electronic Tenders was hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.:- i) WBZP/NGP/NIT-34/23-24, ii) WBZP/NGP/NIT-36/23-24 & iii) WBZP/NGP/NIT-37/23-24, Date: 25.01.2024. Fund: 5th SFC & 15th FC.** Bid Submission Start Date: **25.01.2024 from 05:00 PM.** Last Date of Bid Submission: **05.02.2024 up to 05:00 PM.** Date of Opening: **07.02.2024 at 05:00 PM. As Per Corrigendum Notice the Date will be read as-** Last Date of Bid submission : **07.02.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening: **09.02.2024 at 04:00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

DEBRA THANA SAHID KSHUDIRAM SMRITI MAHAVIDYALAYA
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur. PIN- 721124 W.B. INDIA
Notice Inviting Tender
E Tender (ID_2024_DHE_661150_1) dated: 05/02/2024
Tender Ref No. dtsksm/NIT 53/2024 dated - 05/02/2024.
E-Tenders are invited from eligible Suppliers/Firms/agencies/having successfully completed similar nature of works with adequte working experience and financial capabilities. Intending bidder may download the tender documents from the website **https://wbtenders.gov.in.**
Information about the work:

Name of the work	Construction of 1st Floor above Canteen of Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya, Paschim Medinipur college own fund.
Bid Submission Start Date	02-02-2024 at 10 AM
Bid Submission End Date	20-02-2024 at 4PM

Sd/- (Dr. Rupa Dasgupta) Principal
Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur.

দাদাদের ব্যর্থতা ঢেকে বিশ্বকাপ ফাইনালে ভাইয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নতুন সচিনের উদয় হল ভারতীয় ক্রিকেটে। পছন্দের ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকরের নামে বাবা নাম দিয়েছিলেন তাঁর। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে পরেন সচিনের ১০ নম্বর জার্সি। কাজটাও করলেন সচিনের মতো। কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তুললেন মহারাষ্ট্রের ছেলে সচিন ধাস। দলের অধিনায়ক উদয় সাহারানের সঙ্গে মিলে দলকে জেতালেন সচিন। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল ভারত। ৪ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া হলেও তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ভারতীয় ক্রিকেটে দীর্ঘ দিন থাকতে এসেছেন। সচিনের ৯৬ রানের ঝকঝকে ইনিংস দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে তাদেরই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় ঘটিয়ে দিল। বল হাতে ৩ উইকেটের পাশাপাশি শেষ দিকে মহামূল্যবান ছক্কা মারলেন রাজ লিম্বানি। জয়ের রানও এল তাঁর ব্যাটে। ৮১ রান করে অধিনায়কের ইনিংস খেললেন উদয়। এই তিন জনের কাঁধে চেপে ফাইনালে উঠল ভারত।

সচিন যখন ব্যাট করতে নামেন ২৪৫ রান তাড়া করতে নেমে ৩২ রানে ৪ উইকেট পড়ে গিয়েছে ভারতের। আর একটি উইকেট পড়লে ভারতের হার প্রায় নিশ্চিত ছিল। তখন আগুন ছোটাচ্ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার দুই পেসার ট্রিস্টান লুস ও কোয়েনা মাফাকা। তাঁদের বলে একে একে আউট হয়ে ফিরেছেন আদর্শ সিংহ, আর্শিন কুলকর্নি, মুশির খান ও প্রিয়াংশু মোলিয়া। ভয় না পেয়ে ঠান্ডা মাথায় ইনিংস ধরলেন উদয় ও সচিন। তাড়াহুড়ো করলেন না। অফস্টাম্পের বাইরের বল অবলীলায় ছাড়লেন। বোলারদের বাধ্য করলেন শরীরে বল করতে। তবে মারার বল পেলে ছাড়লেন না।

উদয়ের থেকে বেশি আক্রমণাত্মক দেখাচ্ছিল সচিনকে। তিনি পাল্টা আক্রমণের পথে যান। কয়েকটি বড় শট খেলে রান তোলার গতি স্বাভাবিক রাখেন। এক বার লুস ও মাফানা আক্রমণ থেকে সরে যাওয়ার পরে বোলারদের নিশানা করলেন দুই ব্যাটার। চার, ছক্কার থেকে বেশি দৌড়ে রান নিতে থাকলেন। তাতেই দলের রান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল।

এক বার অর্ধশতরান করার পরে রান তোলার গতি আরও বাড়ান সচিন। তাঁরা জানতেন দুই সেরা বোলারকে এখনই আক্রমণে আনতে পারবেন না দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক জুয়ান জেমস। উদয়ের পরে অর্ধশতরান করেন উদয়ও। শুরুর দিকে জরুরি রান বেশি থাকলেও দুই ব্যাটার তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছিলেন। ফলে এক বার হাত জমে যাওয়ার পরে দ্রুত রান উঠছিল।

বাধ্য হয়ে প্রতিযোগিতার সর্বাধিক উইকেটের মালিক মাফাকাকে বলে আনেন জেমস। তিনি এসে প্রথম বলেই ফেরান সচিনকে। ১১টি চার ও একটি ছক্কা মেরে ৯৫ বলে ৯৬ রান করে ফেরেন সচিন। ভেঙে যায় অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ইতিহাসে পঞ্চম উইকেটে সর্বাধিক (১৭১) রানের জুটি। তখনও জিততে দরকার ছিল ৪২ রান। বাকি দায়িত্বটা নেন উদয়। অন্য প্রান্তে উইকেট পড়লেও তাঁকে আউট করা যাচ্ছিল না। কঠিন সময়ে লিম্বানি একটি ছক্কা মেরে কাজটা সহজ করে দেন। ভারতের জিততে যখন এক রান দরকার তখন তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে রান আউট হয়ে যান উদয়। তাতে অবশ্য় জয় আটকায়নি। পরের বলেই চার মেরে দলকে জিতিয়ে দেন লিম্বানি।

চলতি বিশ্বকাপে এই প্রথম বার শুরুতে বল করে ভারত। বোলিংয়ের শুরুটা ভালই করেছিল তারা। দক্ষিণ আফ্রিকার মারকুটে ব্যাটার স্টিভ স্টোক বেশি রান করতে পারেননি। ১৪ রানে আউট হন তিনি। ডেভিড টিগার শূন্য রানে আউট হন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস সামলান লুয়ান দ্রে প্রিটোরিয়াস ও রিচার্ড সেলেৎসোয়ানে। দু'জনে মিলে ধরে ধরে রান এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন।

৬.৫ ওভারেই ৮৭ রান, রেকর্ড গড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাল অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দ্রুততম শতক জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্কের। অস্ট্রেলিয়ার সেই ব্যাটসম্যান আজ ক্যানবেরায় ঝড় তুললেন জাতীয় দলের হয়ে। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলতে নামা ওপেনার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আজ ১৮ বলে করেছেন ৪১ রান। ঝড় তুলেছেন জশ ইংলিশও। ১৬ বলে ৩৫ রান করে অপরাজিত ছিলেন ইংলিশ। এ দুজনের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্রেফ উড়ে গেছে।

প্রথমে ব্যাটিং করে ২৪.১ ওভারে ৮৬ রানে অলআউট হয়েছিল ক্যারিবীয়রা। অস্ট্রেলিয়া রানটা ৬.৫ ওভারেই ছুঁয়ে ফেলে ২ উইকেট হারিয়ে। ২৫৯ বল হাতে রেখে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ওয়ানডেতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের এটাই সবচেয়ে বেশি বল হাতে রেখে জয়ের রেকর্ড। এর আগে ২০০৪ সালে সাউদাম্পটনে যুক্তরাষ্ট্রের ৬৬ রান ২৫৩ বল হাতে রেখে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া।

ম্যাথু ফোর্ডের করা ইনিংসের চতুর্থ ওভারে ২৪ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। ৩ ছক্কা ও ১ চারে এর ২৩-ই করেন ফ্রেজার-ম্যাগার্ক। পরের ওভারের প্রথম দুই বলে আলজারি জোসেফকে আরও দুটি চার মারার পর তৃতীয় বলে উড়িয়ে মারতে গিয়ে মিড অনে ক্যাচ তোলেন তিনি। ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ফেরার পর অ্যারন হার্ডিকেও অল্পতে ফেরায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু তাতে উনিশ-বিশ কিছুই হয়নি। হবেই বা কীভাবে, পুঁজি যে মাত্র ৮৭ রানের!

নিজেদের ১০০০তম ওয়ানডেতে টস জিতে ফিল্ডিং নেয় অস্ট্রেলিয়া। তৃতীয় ওভারে কিওর্ন ওটলিকে এলবিডব্লু করে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম উইকেট এনে দেন এক ম্যাচের বিশ্রাম কাটিয়ে ফেরা পেসার জেভিয়ার বার্টলেট। ১৩ রানে প্রথম উইকেট হারানো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এরপর ৩৮ রানে নিয়ে যায় অ্যালিক অ্যাথানেজ ও কিসি কার্টির দ্বিতীয় উইকেট জুটি। ১১তম ওভারে মাত্রই দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলা পেসার ল্যান্স মরিস কার্টিকে ফেরাতেই ধসের শুরু। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ফুটবলের গোলরক্ষকদের মধ্যে লাফিয়ে দুর্দান্ত এক নিয়েছেন মারনাস লাবুশেন। এরপর দেখতে না দেখতেই আর ১৩ ওভারের মধ্যে অলআউট ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৭১ থেকে ৮৬;এই ১৫ রানে শেষ ৬ উইকেট হারায় দলটি।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়েছেন দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলা আরেক পেসার বার্টলেট। প্রথম ওয়ানডেতেও ৪ উইকেট পেয়েছিলেন বার্টলেট। এ ছাড়া ২টি করে উইকেট পেয়েছেন মরিস ও লেগ স্পিনার জাম্পা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বোচ্চ ৩২ রান করেন ওপেনার অ্যাথানেজ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৪.১ ওভারে ৮৬ (অ্যাথানেজ ৩২, চেজ ১২, কার্টি ১০; বার্টলেট ৪/২১, মরিস ২/১৩, জাম্পা ২/১৪)।

অস্ট্রেলিয়া ৬.৫ ওভারে ৮৭/২ (ফ্রেজার,ম্যাগার্ক ৪১, ইংলিস ৩৫*; টমাস ১/৭, জোসেফ ১/৩০)।

ফল অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী।

সিরিজ ৩, ম্যাচ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ৩,০,ত জয়ী।

ম্যাচ ও সিরিজসেরা জেভিয়ার বার্টলেট

উইলিয়ামসনের জোড়া শতকে পিষ্ট দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেইন উইলিয়ামসনের '১০০' এখন আর কোনো খবর নয়! সর্বশেষ ৯ ইনিংসেই যে ৬ বার তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যান। তবু আজ মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে আরেকটি শতক পেয়ে 'খবর' হলেন উইলিয়ামসন। নিউজিল্যান্ড ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান যে এই প্রথম জোড়া শতক পেলেন টেস্টে।

প্রথম ইনিংসে ১১৮ রানের ইনিংসে খেলা উইলিয়ামসন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে করেছেন ১০৯ রান। উইলিয়ামসনের শতকে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে টেস্টে তৃতীয় দিনটিও নিউজিল্যান্ডের।

তৃতীয় দিন শেষেই অনেকটা হারের অপেক্ষা করছে ৬ জন অভিষিক্ত খেলোয়াড় নিয়ে খেলা 'নতুন দল' দক্ষিণ আফ্রিকা। ৪ উইকেটে ৮০ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করা দক্ষিণ আফ্রিকা আজ গুটিয়ে গেছে ১৬২ রানে। ৩৪৯ রানের লিড নিয়ে ফলো অন না করিয়ে ব্যাটিংয়ে নেমে তৃতীয় দিন শেষে নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ ৪ উইকেট ১৭৯। দলটি এগিয়ে গেছে ৫২৮ রানে।

নিউজিল্যান্ডের হয়ে টেস্টের দুই ইনিংসে শতক করা পঞ্চম ক্রিকেটার উইলিয়ামসন। ১৯৭৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সর্বপ্রথম এই কীর্তি গড়েছিলেন গ্লেন টার্নার। সর্বশেষ নিউজিল্যান্ডের হয়ে এই কীর্তি ছিল পিটার ফুলটনের। ২০১৩ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অকল্যান্ডে তিনি এই কীর্তি গড়েন। সব মিলিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে দুই ইনিংসে জোড়া শতকরে ৯২তম ঘটনা এটি। উইলিয়ামসনের আগে সর্বশেষ জোড়া শতক পেয়েছিলেন বাংলাদেশের নাজমুল হোসেন, গত বছর মিরপুরে আফগানিস্তানের বিপক্ষে।

উইলিয়ামসন আজ আউট হয়েছেন দিনের শেষে ওভারের আগের ওভারে, স্টাম্পড হয়ে। ঘরের মাঠে শতক করার পর নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে স্টাম্পড হলেন উইলিয়ামসন। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ রানে আউট হয়েছেন ওপেনার ডেভন কনওয়ে। প্রথম ইনিংসে দ্বিশতক করা রাচিন রবীন্দ্র করেছেন ১২। ১১ রান নিয়ে ড্যারিল মিচেল ও টম ব্লান্ডেল ৫ রান নিয়ে আগামীকাল মাঠে নামবেন।

এর আগে ২৯ রানে অপরাজিত থেকে দিন শুরু করা ডেভিড বেডিংহাম এদিন ৩ রানের বেশি করতে পারেননি। ম্যাট হেনরির শর্ট বলে পুল করতে গিয়ে দলীয় ৮৩ আর ব্যক্তিগত ৩২ রানে মিচেল স্যান্টনারের হাতে ক্যাচ দেন বেডিংহাম। হেনরির একই ওভারে শূন্য রানে আউট হন রুয়ান ডি সোয়ার্ট। ৮৩ রানে ৬ উইকেট হারানো দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ পর্যন্ত ১৬২ রান তুলতে পারে। সেটা কিগান পিটারসনের ৪৫ রানের ইনিংসের সৌজন্যে। ২ রানে দিন শুরু করে পিটারসন আজ ৪৩ রানে যোগ করেন। নিউজিল্যান্ডের হেনরি ও স্যান্টনার ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন।

কিউইরা চাইলেই ফলো অন করতে পারত। তবে হয়তো টানা বোলিংয়ের ক্লান্তি এড়াতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক টিম সাউদি। নিজেও পেসার তো! এর আগে রাচিন রবীন্দ্র দ্বিশতক ও উইলিয়ামসনের শতকে প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ড তুলেছিল ৫১১ রান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যান্ড ৫১১ ও ৪৩ ওভারে ১৭৯/৪ (ল্যাথাম ৩, কনওয়ে ২৯, উইলিয়ামসন ১০৯, রবীন্দ্র ১২, মিচেল ১১,ব্লান্ডেল ৫ ; প্যাটারসন ১/৩৮, মোরেকি ০/১৬, সোয়ার্ট ১/৪৮, অলিভার ০/১৯, ব্রান্ড ২/৫২)

দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংস ৭২.৫ ওভারে ১৬২ (মুর ২৩, ব্রান্ড ৪, টন্ডার ০, হামজা ২২, বেডিংহাম ৩২, পিটারসেন ৪৫, সোয়ার্ট ০, ফোরটুইন ৯, ওলিভার ১৫* , মোরেকি ৫, প্যাটারসন ১ ; সাউদি ০/৪১, হেনরি ৩/৩১, জেমিসন ২/৩৫, স্যান্টনার ৩/৩৪, রবীন্দ্র ২/১৬)।

শেষ হল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেইশিনকাই সিতো-রিউ ব্ল্যাকবেল্ট গ্রেডেশন চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া সেইশিনকাই সিতো-রিউ ক্যারাটে-ডু- ফেডারেশন দ্বারা আয়োজিত ওয়েস্ট বেঙ্গল সেইশিনকাই সিতো -রিউ ব্ল্যাকবেল্ট গ্রেডেশন চ্যাম্পিয়নশিপ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সিটি সেন্টারের রয়াল বেঙ্গল রুমে। ভারতবর্ষের ক্যারাটে তথা অন্যান্য সকল মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণে অল ইন্ডিয়া সেইশিনকাই সিতো-রিউ ক্যারাটে ডু ফেডারেশন এক বিশেষ নাম। চ্যাম্পিয়নশীপের নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় ছিলেন অল ইন্ডিয়া সেইশিনকাই সিতো-রিউ ক্যারাটে ডু ফেডারেশন এর চিফ টেকনিকাল ডিরেক্টর, রেফারি কমিশন ও ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান, ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশনের রেফারি ও বিচারক হানশি প্রেমজিৎ সেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সবমিলিয়ে ৭৫০ জন এই গালা ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছিলো।

অল ইন্ডিয়া সেইশিনকাই সিতো-রিউ ক্যারাটে ডু ফেডারেশন নারীদের আত্মনির্ভর করে তুলতে, বিশেষ করে আত্মরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে কাজ করে চলেছে। হয়তো সে জন্যই চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩০০জন মহিলা প্রতিযোগী ছিলেন। অল ইন্ডিয়া সেইশিনকাই সিতো-রিউ ক্যারাটে ডু ফেডারেশন এর লক্ষ্য প্রত্যেককে যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে সক্ষম করে তোলা ও ইভটিজিংকে না বলা।একদিকে যেমন অনেকে নিজেদের প্রথম ড্যান বা প্রথম স্তরের ব্ল্যাকবেল্টের জন্য এসেছিলো, অন্যদিকে বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিযোগী নিজেদের প্রথম থেকে দ্বিতীয় স্তরে আপগ্রেড করেছিলো। টুর্নামেন্টের অতিথি ছিলেন কলকাতা পুলিশের যৌথ পুলিশ কমিশনার কর্নেল নেভেন্দ্র সিং পাল ও থান্ডার বোল্টস এর চেয়ারম্যান ও প্রিন্সিপাল ওনার মিঃ পবন কুমার পাতোদিয়া।

মাননীয় কর্নেল মহাশয় প্রথমে সমাবেশে বক্তৃতা প্রদান করেন। হানশি প্রেমজিৎ সেন আমাদের প্রজন্মকে কিভাবে দৈহিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তুলছেন সেই সম্পর্কেও তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। প্রেমজিৎ সেনের প্রশিক্ষণের দ্বারা কীভাবে বহু নারীর জীবনে পরিবর্তন ঘটেছে তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। মিঃ নেভেন্দ্র সিং পাল জানান অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এই ইভেন্টের সাক্ষী থাকতে পেরে তিনি ভীষণ খুশি হয়েছেন। মহিলাদের নিজেদের আত্মরক্ষার প্রতি সচেতনতা দেখে তিনি কতটা আনন্দিত হয়েছেন তাও তিনি জানিয়েছেন। তিনি সেই সময়ের কথা স্মরণ করেছেন যখন মিঃ প্রেমজিৎ সেন ব্ল্যাক ক্যাট কমান্ডোকে ফ্রি হ্যান্ড কমব্যাট প্রশিক্ষণ দেবার দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর সেই ছাত্রদের একজন। তিনি সকল শিশুকে তাদের ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি দলে কামিন্স ফেরার পরও অধিনায়ক মার্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন কে? চূড়ান্ত কোনো ঘোষণা এখনো আসেনি। তবে এ মুহূর্তে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের চেয়ে অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য আজ দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া, যেখানে কামিন্স থাকার পরও নেতৃত্ব দেবেন মার্শ। বিশ্বকাপের আগে এটি অস্ট্রেলিয়ার শেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজ, নিঃসন্দেহে এই সিরিজ অস্ট্রেলিয়ানদের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার নয়!

নিউজিল্যান্ড সফরের আগে অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। তিন ম্যাচের সেই সিরিজে দলের অনেক মূল খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দিলেও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পূর্ণ শক্তির দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। ঘোষিত এ দলে ফিরেছেন মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, ট্রাভিস হেড, স্টিভ স্মিথ। ২১ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজটি হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেও নেতৃত্ব দেবেন মার্শ।

এর আগে গত বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মার্শ। মার্শের অবর্তমানে সর্বশেষ ভারত সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেন ম্যাথু ওয়েড।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি দল ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আগামী ছয়টি ম্যাচ আমাদের বিশ্বকাপের স্কোয়াড গড়তে ও দলে খেলোয়াড়দের ভূমিকা ঠিক করতে সুযোগ দেবে।'

যেহেতু বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার খুব একটা ম্যাচ নেই, তাই তারা আগামী আইপিএলে অস্ট্রেলিয়ানদের পারফরম্যান্সের দিকেও চোখ রাখবেন, জানিয়েছেন বেইলি, 'বিশ্বকাপের আগে আইপিএলেও আমরা অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ করব।'

অস্ট্রেলিয়া টি-টোয়েন্টি দল

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), প্যাট কামিন্স, টিম ডেভিড, নাথান এলিস, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাট শর্ট, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টয়নিস, ম্যাথু ওয়েড, ডেভিড ওয়ার্নার ও অ্যাডাম জাম্পা।

হংকংয়ে কেন খেলতে পারেননি, ব্যাখ্যা দিলেন মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসি কেন হংকং একাদশের বিপক্ষে খেলেননি, এ নিয়ে হংকংয়ে চলছে তোলপাড়। ইন্টার মায়ামি ও হংকং একাদশ ম্যাচের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন ছিলেন মেসি।

গত পরশু ম্যাচটির আগে টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন বিলবোর্ড আর পোস্টারে সময়ের সবচেয়ে বড় তারকা মেসিকেই দেখানো হয়েছে বেশি করে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে কাছ থেকে দেখার জন্য ন্যূনতম ১২৫ ডলারের (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৪ হাজার টাকা) টিকিট কিনেছেন হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীরা।

কিন্তু হংকং একাদশের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির ৪,১ গোলে জয়ের ম্যাচে বেঞ্চ গরম করেই কেটেছে মেসির সময়। এ নিয়ে বেজায় চটেছেন হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীরা। ম্যাচের শেষ দিকে মেসিকে দুয়ো দিয়েছেন, টিকিটের মূল্য ফেরত চেয়েও স্লোগান দিয়েছেন তাঁরা। এ ম্যাচের আয়োজকদের বিরুদ্ধে প্রতারণা মামলা করা যায় কি না, আলোচনা হয়েছে তা নিয়েও। এ পরিস্থিতি দেখে হংকংয়ের ক্রীড়ামন্ত্রী কেভিন ইয়েউং বলেছেন, এই ম্যাচে মেসিকে অন্তত ৪৫ মিনিট খেলানো হবে বলে চুক্তি হয়েছিল। এরপরও তাঁকে কেন খেলানো হয়নি, অবশেষে এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন মেসি নিজেই।

মায়ামির সঙ্গে মেসি এই মুহূর্তে আছেন জাপান সফরে। সেখানে জাপানের ক্লাব ভিসেল কোবের বিপক্ষে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল বিকেল ৪টায় ইন্টার মায়ামি তাদের পরবর্তী প্রাক্-মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচটি খেলবে। এই ম্যাচের আগে আজ জাপানে এক সংবাদ সম্মেলনে হংকং একাদশের বিপক্ষে খেলতে না পারার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আর্জেন্টিনা ও ইন্টার মায়ামির অধিনায়ক।

মেসি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'হংকং ম্যাচে আমার খেলতে না পারাটা দুর্ভাগ্য। সৌদি আরবে প্রথম ম্যাচ খেলার সময় আমি অ্যাডাক্টর পেশিতে (ঊরুর পেশি) অস্বস্তি অনুভব করি। এ কারণে আমি মাঠ থেকে উঠে যাই। (সৌদি আরবে) দ্বিতীয় ম্যাচে দেখতে চেয়েছিলাম কী রকম বোধ করি। কারণ, এমআরআই করানোর পর আমি জানতে পেরেছিলাম যে আমার অ্যাডাক্টর পেশিতে ফোলা আছে। কোনো চোট ছিল না বলে সেই ম্যাচে আমি খেলার চেষ্টা করেছি।'

সৌদি আরবে দ্বিতীয় ম্যাচে আল নাসরের বিপক্ষে শেষ দিকে বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন মেসি। এরপর হংকংয়ে হংকং একাদশের বিপক্ষে খেলতে চলে যায় মায়ামি। এমএলসের দলটি হংকংয়ে পৌঁছানোর পরই মেসিকে নিয়ে শুরু হয় উন্মাদনা। তাঁকে কাছ থেকে একনজর দেখতে রাস্তায় নামে হাজার হাজার মানুষ। একপর্যায়ে সেখানকার পুলিশ শহরের রাস্তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

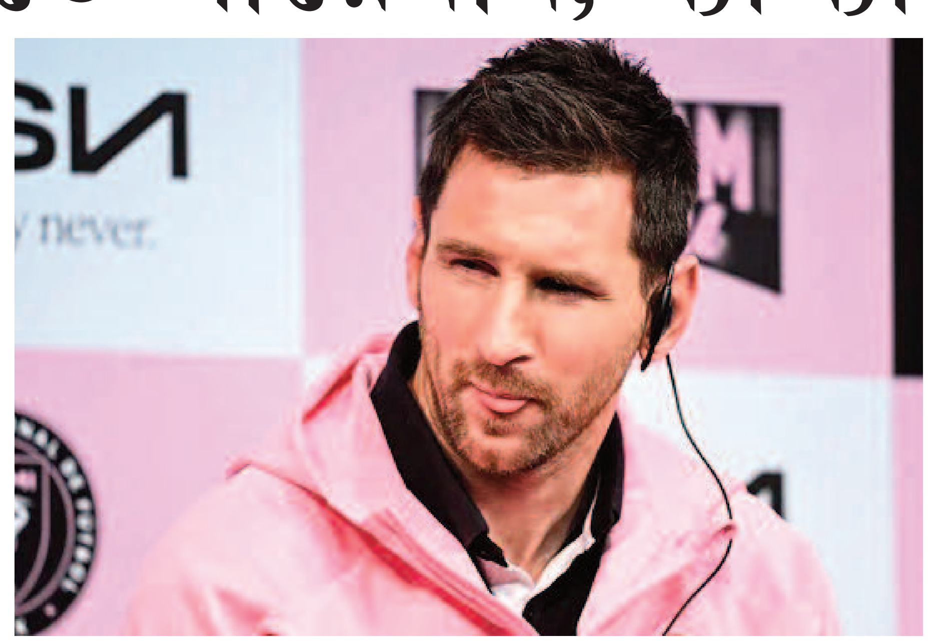

হংকং সফর নিয়ে মেসি বলেছেন, 'হংকংয়ে আমরা উন্মুক্ত অনুশীলন করি এবং আমি সেই অনুশীলনে ছিলাম। কারণ, অনেক মানুষ সেখানে এসেছিল। এ ছাড়া শিশুদের নিয়েও একটা পর্ব ছিল। আমি সেখানে থাকতে চেয়েছি এবং অংশ নিতে চেয়েছি। কিন্তু সত্যি হচ্ছে, আমার (অ্যাডাক্টরে) অস্বস্তি ছিল এবং খেলাটা আমার জন্য কষ্টকরই ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ফুটবলে এমন ঘটনা যেকোনো ম্যাচেই হতে পারে। আমাদের চোট থাকতে পারে। আমার ক্ষেত্রে এটাই হয়েছে।'

মেসি এখানেই থামেননি; হংকংয়ে খেলতে না পেরে তিনি নিজেও যে হতাশ হয়েছেন, এরপর সেটাই বলেছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক, 'আমি যে হংকং ম্যাচে খেলতে পারিনি, এটা দুঃখজনক। আমি সব সময়ই খেলতে চাই। বিশেষ করে আমরা যখন সফর করি এবং মানুষ আমাদের ম্যাচ দেখার জন্য উন্মুখ থাকে।' এরপর হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীদের সান্ত্বনা দেওয়ারই যেন চেষ্টা করেছেন মেসি, 'আশা করছি আমরা আবার আসব এবং আরেকটা ম্যাচ খেলব আর আমি সেখানে থাকব। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আমার খেলতে না পারাটা দুঃখজনক।'

মেসি এরপর যা বলেছেন, সেটাতে হয়তো হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীদের আক্ষেপ একটু বাড়বে, 'আজ বিকেলে আমরা অনুশীলন করব। আমি আবার চেষ্টা করব। সত্যি হচ্ছে, আমি গত কয়েক দিনের তুলনায় আমি অনেক ভালো বোধ করছি। সবকিছু নির্ভর করছে অনুশীলনে কেমন বোধ করি, তার ওপর। সত্যি বলছি, (ভিসেল কোবের) বিপক্ষে খেলতে পারব কি না, তা এখনো জানি না। কিন্তু আমি আগের চেয়ে ভালো বোধ করছি এবং খেলতে চাই।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**